NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ নিলামে কেউ কেনেনি, সেই 'লর্ড' শার্দুলই এখন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি

৪১ বলে ১৩ ছক্কা, ১২৩ রান হায়দরাবাদের অনিকেতের আসল পরিচয় কী ৭

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০২৫ ১৫ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.03.2025, Vol.18, Issue No. 286, 8 Pages, Price 3.00

জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ মায়ানমার

মৃতের সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে, জখম শতাধিক, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর

নেপিদ, ২৮ মার্চ: জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ মায়ানমারের বিস্তীর্ণ এলাকা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককেরও কিছু অংশ। 'আফটারশক' নিয়ে আতঙ্কে ব্যাঙ্ককে বহু মানুষ ভূমিকম্পের সময়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৫০ পেরিয়ে গিয়েছে। জখম সাড়ে সাতশোর বেশি মানুষ। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন আরও শতাধিক মানুষ। শিরদাঁড়ায় কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যদিও এই ঘটনাকে একেবারেই অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। কম্পনের কেন্দ্রস্থল মায়ানমারের সাগাইং অঞ্চলকে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত। অদূর ভবিষ্যতে এখানে আরও বড় ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা।

শুক্রবার সকালে জোড়া ভূমিকম্প হয়েছে মায়ানমারে। আমেরিকার জিয়োলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭.৭ এবং ৬.৪। আবার ভারতের ভূকম্প পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৫ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রা ৭। প্রথমটির উৎসস্থল মায়ানমারের বর্মা এলাকার ১২ কিলোমিটার পূর্বে। আর দ্বিতীয়টির উৎস মায়ানমারের লকসকের ১৫১ কিলোমিটার পশ্চিমে। দু'টি কম্পনের ক্ষেত্রেই উৎপত্তিস্থল ছিল মাটির ১০ কিলোমিটার নীচে। ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। কেঁপেছে বাংলাদেশ। কলকাতায় কোথাও কোথাও মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। ভারতে কম্পন অনুভূত হয়েছে দিল্লি পর্যন্ত। এমনকি, চিনের কিছু এলাকাতেও ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে।

জুন্টার তরফে টেলিগ্রামে জানানো হয়েছে, মায়ানমারের ছ'টি রাজ্য এবং প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হচ্ছে। গৃহযুদ্ধের কারণে জুন্টা অনেক এলাকায় পৌঁছোতে পারেনি। যে যে এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে, সেখানে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কেমন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেই এলাকাগুলিতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতিতে মায়ানমারের জাতীয় বিমান সংস্থা বেশ কিছু উড়ান বাতিল করেছে। সমাজমাধ্যমে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে তারা। দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মায়ানমারের মোট পাঁচটি শহরে ভূমিকম্পের কারণে বহুতল ধসে পড়েছে। ভেঙেছে দু'টি সেতু। এ ছাড়া, একটি জাতীয় সড়ক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে পড়া বহুতলের সংখ্যা প্রচুর। তবে হতাহতের সংখ্যা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি।

মায়ানমারের মান্দালয় শহরে ভূমিকম্পের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। একটি আস্ত মসজিদ ভেঙে পড়েছে সেখানে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি, মসজিদের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'আমার চোখের সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। গোটা শহরে সবাই রাস্তায়। কেউ কোনও বাড়ির ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছেন না। আমরা খুব ভয়ে আছি।'

ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে ব্যাঙ্ককের দূরত্ব অন্তত ৯০০ কিলোমিটার। তবু সেখানেও জোরালো কম্পন অনুভূত হয়। ব্যাঙ্ককে 'ক্ষতিগ্রস্ত' এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তিন জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ব্যাঙ্কক প্রশাসন। জরুরি সফর বাতিল করে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বসেছেন। শহরে ট্রেন এবং মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ব্যাঙ্ককে ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মাণ গগনচুম্বী বহুতল। সেই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে তিন জন মারা গিয়েছেন। এখনও অনেকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। উপপ্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপে ৮১ জনের চাপা পড়ে থাকার সম্ভাবনা। উদ্ধারকাজ চলছে।

সবরকম সাহায্যের আশ্বাস উদ্বিগ্ন মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: মাত্র ৭ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল মায়ানমার। রেহাই পেল না মায়ানমারের প্রতিবেশী থাইল্যান্ডও। ভূমিকম্পের জেরে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককেও। এই বিপর্যয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে।

সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডে সকলের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছি। ওখানকার পরিস্থিতি দেখে আমি উদ্বিগ্ন। ভারত সাধ্যমতো সমস্ত সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমাদের কর্তৃপক্ষকে তৈরি থাকতে বলেছি। মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেছি বিদেশ মন্ত্রককে।'

মুখ্যমন্ত্রীর ছ'দিনের বিলেত সফরের শুক্রবারই ছিল শেষ দিন। তিনি নিজে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে রাষ্ট্রদূত ও শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। বাংলার শিল্পবান্ধব চরিত্র তুলে ধরেছিলেন। জানিয়েছিলেন, বিনিয়োগ-কর্মসংস্থানের গন্তব্য বাংলা। পরদিন শিল্পবৈঠকে বাংলার শিল্পপতিরা বাংলার শিল্পবান্ধব ছবিটা তুলে ধরেন। শুক্রবার লন্ডনে প্রাতঃভ্রমণে বেরোন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাঁটতে বেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী জানান, লন্ডন থেকে বাংলায় লগ্নি-ব্যবসা আসবেই। তবে তার আগে কলকাতা-লন্ডন দু'দিন সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু এবং বাংলায় অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাস করেই ছাড়বেন। শুক্রবার, ফেরার দিন বেলা ১২টা নাগাদ রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সপরিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্ত্রী ডোনা এবং মেয়ে সানাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন সৌরভ। এদিন সেনাদের স্মৃতিসৌধেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন মমতা।

কাঠুয়ায় নিকেশ ৫ জঙ্গি, উদ্ধার শহিদ চার পুলিশের দেহ

শ্রীনগর, ২৮ মার্চ: টানা ৫ দিনের অভিযানের পর জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় খতম হল পাঁচ জঙ্গি। জানা যাচ্ছে, এই ৫ জঙ্গি জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য। পাশাপাশি এই অভিযানে শহিদ হয়েছেন ৪ পুলিশ কর্মী। টানা ২৪ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযানের পর তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজভাগের সুদোর জঙ্গল এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে তল্লাশি চালানোর সময় ওই পুলিশকর্মীদের দেহ উদ্ধার হয়।

সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, রবিবার থেকে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ এবং সেনার সঙ্গে এনএসজি, বিএসএফ ও সিআরপিএফের বাহিনী একজোট হয়ে তল্লাশি অভিযানে নামে। হেলিকপ্টার, ড্রোন, স্নিফার ডগ-সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। চারদিন কেটে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জাখোল গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়। বৃহস্পতিবারই জানা যায় এই অভিযানে একাধিক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, 'এই অভিযানে ৫ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে, শহিদ হয়েছেন ৫ পুলিশকর্মী। পাশাপাশি পাশাপাশি একজন ডিওয়াইএসপি ও এক জন প্যারাকমান্ডার আহত হয়েছেন।'

শুক্রবার সকালে জানা যায়, জঙ্গিকে নিকেশ করার আগেই শহিদ হয়েছেন ওই চারজন পুলিশকর্মী। কিন্তু জঙ্গলে ঘেরা এলাকা থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় নিরাপত্তা বাহিনীর। ড্রোনের সাহায্য নিয়ে বৃহস্পতিবারই তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার শেষ পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আরও জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে বলে যৌথ বাহিনীর অনুমান।

মোথাবাড়ির ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে আদালতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তপ্ত মালদার মোথাবাড়ি। বৃহস্পতিবার ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এলাকা। এদিকে এই ঘটনায় হিন্দুদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এরপরই শুক্রবার এই অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। এরপর বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার ও মালদহের জেলাশাসককে 'অ্যাকশন টেকেন' রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা বিস্তারিত জানাতে হবে রিপোর্টে। আগামী বুধবার জমা দিতে হবে সেই রিপোর্ট। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'ঘটনার স্পর্শকাতরতা দেখে মনে হয় রাজ্যের দায়িত্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই মুহূর্তে কেন্দ্রের ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। আমরা সবাই চাই শান্তি। রাজ্য সেটা দিতে ব্যর্থ হলে দেখা যাবে।'

একইসঙ্গে মোথাবাড়িতে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজ্যকে ফেসবুক লাইভ ও ভিডিও ফুটেজ-সহ যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন আদালতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় দুটো দোকান ভাঙা হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। ৭ জন ইন্সপেক্টর ৫ জন ডিএসপি পদমর্যাদা আধিকারিক-সহ মোট ৩০০ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, সংঘর্ষের ঘটনায় ২৫ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। দুই ধরনের ভিডিও রাজ্যের হাতে এসেছে বলেও জানানো হয়। তবে তাদের মধ্যে কিছু সঠিক ও কিছু ফেক বলে দাবি। এদিকে বিএসএফ সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে মোথাবাড়ি-সহ আশেপাশের এলাকায় ৮৭ জন জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সহযোগিতা করার জন্য।

এদিকে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল শুক্রবার মোথাবাড়ি থানায় যাচ্ছিল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপি সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা, গাজল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন এবং রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। তবে ইংরেজ বাজার থানার সাদুল্লাপুর এলাকায় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে এঁদের পথ আটকে দেয়। পুলিশের এই ভূমিকায় তীব্র নিন্দা জানায় বিজেপি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের মোথাবাড়ি এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দ্রুত বিএসএফ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিএসএফের কাজ পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল ২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা। এই বৃদ্ধির ফলে মূল বেতনের মোট ডিএ হবে ৫৫.৯৮ শতাংশ। যা আগে ছিল ৫৩.৯৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী থেকে পেনশনভোগীরা। তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কম মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি।

কোভিডের সময়ে তিন কিস্তি ডিএ স্থগিত করে দেওয়ার পরে ২০২১ সালে আবার ডিএ দেওয়া শুরু করে কেন্দ্র। তখন থেকে তিন বা চার শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে ৫০ থেকে ৫৩ শতাংশ হয়েছিল কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতা।

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে কর্মীদের মহার্ঘভাতা দেয় সরকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

গণধর্ষণ নয়, ধর্ষণই হয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার

স্ট্যাটাস রিপোর্টে আদালতে জানাল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়ার গণধর্ষণ হয়নি। ধর্ষণ হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে সিবিআই। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানায়, অকুস্থলে নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে। এক জন পুরুষের নমুনার মিল পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার সিবিআইকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, এই মামলায় কত জনের বয়ান নেওয়া হয়েছে পরবর্তী শুনানির দিন তা জানাতে হবে। যাঁরা বয়ান দিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আদালতে জমা দিতে হবে। জানাতে হবে, কখন তাঁদের বয়ান নেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে হাইকোর্ট জানায়, তদন্তকারী সংস্থা বদলের ফলে কলকাতা পুলিশের কেস ডায়েরি সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল। সেই কেস ডায়েরি আদালতে জমা দিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। আগামী দু'সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চে মুখবন্ধ খামে শুক্রবার আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেন সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। গত শুনানিতে বিচারপতি ঘোষ সিবিআইয়ের কাছে তিনটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। এক, নির্যাতিতার ধর্ষণ না কি গণধর্ষণ হয়েছিল? দুই, দোষী সঞ্জয় রায় ছাড়া আর কেউ যুক্ত রয়েছেন কি না? তিন, কেন আরও তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিবিআই? শুক্রবার এই তিনটি বিষয় জানিয়ে আদালতে সিবিআই রিপোর্ট জমা দেয়। সিবিআই শুক্রবার হাইকোর্টে জানিয়েছে, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক গণধর্ষিত হননি। এক জনই তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে সেই তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। তাদের চার্জশিটেও ধর্ষণে অভিযুক্ত হিসাবে একমাত্র সঞ্জয়ের নাম উঠে এসেছিল। সেই সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শিয়ালদহ আদালত। তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছে। সিবিআই হাইকোর্টে আবার জানাল যে, নির্যাতিতার গণধর্ষণ হয়নি। তাঁকে ধর্ষণ করেছেন এক জনই।

সিবিআইয়ের আইনজীবী শুক্রবার আদালতে এ-ও জানান যে, কিসের ভিত্তিতে তাঁরা বলছেন আরজি করের ঘটনা গণধর্ষণ নয়। তিনি বলেন, 'আমরা ফরেন্সিক করেছি। সকল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়েছি। অকুস্থলে পাওয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে।' শুনানির শুরুতেই বিচারপতি জানতে চান, ডিএনএ প্রোফাইল শুধুমাত্র দোষীর না কি অন্যদের করা হয়েছে? সিবিআই জানিয়েছে, এক জনেরই ডিএনএ প্রোফাইল হয়েছে। ঘটনাস্থলে এক জনের পুরুষেরই ডিএনএ-র নমুনা মিলেছে। আর কারও ডিএনএ-র নমুনা মেলেনি। শুধুমাত্র দোষী সঞ্জয় রায়েরই ডিএনএ প্রোফাইল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই।

তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট দিয়ে সিবিআই শুক্রবার হাইকোর্টে আরও জানিয়েছে যে, আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিচারপতি ঘোষ প্রশ্ন করেন, 'তা হলে এখন কী করছেন?' সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, আরজি করের ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হয়েছে কি না, তা এখন দেখা হচ্ছে। তথ্যপ্রমাণ লোপাটে কারা জড়িত রয়েছেন, তা-ও দেখা হচ্ছে। যাঁরা ঘটনার সময়ে হাসপাতালে

এরপর দুয়ের পাতায়

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

মোথাবাড়ির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদার মোথাবাড়ি অঞ্চলে সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।' শুভেন্দুর দাবি, মোথাবাড়ি এলাকায় পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধান সড়ক দখল করে একদল ব্যক্তি প্রকাশ্যে যানবাহন ভাঙচুর করেছে। এই পরিস্থিতিতেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ কার্যত 'করুণা প্রার্থনার ভঙ্গিতে' দাঁড়িয়ে ছিল। এই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে

শুভেন্দু বলেন, 'তোলামূল সরকার রাজ্যে গ্রেটার বাংলাদেশ'-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে। সংখ্যালঘু তোষণের এই নীতি রাজ্যের সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।' তিনি হুঁশিয়ারি দেন, এই ঘটনার বিরুদ্ধেও তিনি আইনি লড়াই চালাবেন। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'হাওড়া, শ্রীরামপুর, ডালখোলা, খিদিরপুর, রিষড়া ও মোমিনপুরের ঘটনার মতোই এখানেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।' মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন সংখ্যালঘু তোষণের মাধ্যমে রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন করে তুলছেন।' শুভেন্দুর স্পষ্ট অভিযোগ, 'এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে যে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। মমতা সরকার রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে আক্রান্ত হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইছে, যাতে সত্য প্রকাশ্যে না আসে।'

কাস্ট সার্টিফিকেট জালিয়াতি, আধিকারিকদের ভূমিকায় নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাস্ট সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগে আরও বেশ কিছু আধিকারিকের ভূমিকার উপর নজর রাখছে রাজ্য সরকার। নকল কাস্ট সার্টিফিকেট খুঁজে তা বাতিল করতে যেমন তৎপরতা চলছে তেমনই কাদের হাত ধরে এই সব ভুয়ো সংশাপত্র তৈরি হয়েছে তার খোঁজও সমান্তরাল ভাবে চলছে বলে খবর নবান্ন সূত্রে। জানা গেছে, কাস্ট সার্টিফিকেট জাল করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই দুজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপনেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকজনের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। তাদের দিকেও নজর রাখছে নবান্ন।গত দেড় বছরে বাতিল করা হয়েছে ১৪০০ কাস্ট সার্টিফিকেট। অভিযোগ এই সব সার্টিফিকেট জাল করা হয়েছে। কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা বহুদিনের। বহু মানুষ অভিযোগ জানিয়েছেন জাল কাস্ট সার্টিফিকেট দেখিয়ে অনেকেই সুবিধা নিচ্ছেন যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। গত দেড় বছরে অভিযোগ আসে ৩৬ হাজার কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে। তার মধ্যে বাতিল করা হয়েছে ১৪০০ কাস্ট সার্টিফিকেট। মূলত যে কাস্ট সার্টিফিকেটগুলি বাতিল হয়েছে তার মধ্যে পুরোটাই দু'বছর বা তার আগেকার ইস্যু করা কাস্ট সার্টিফিকেট।এতদিন ডিজিট্যালি কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হত। দু'বছর আগে পর্যন্ত হাতে সই করেই দেওয়া হত এই কাস্ট সার্টিফিকেট। তারপর থেকেই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু করেছে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। গত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে সংরক্ষণের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। রাজ্য সরকারেরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশকে। তদন্তে নেমে ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট জারির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এর পরই গোটা ঘটনার তদন্ত করার সিদ্ধান্তে নেয় সরকার।

শনিবারেও সরকারি দপ্তরে কাজ চলবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি আর্থিক বছরের শেষ দিন ও তার আগের দিনটি সরকারি ছুটি থাকায় আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শেষ করতে রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলি শনিবারেও কাজ করবে। রাজ্যের অর্থ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ২৯ মার্চ শেষ করতে হবে। ওই দিন ট্রেজারিও খোলা থাকবে। তবে অনলাইনে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ তার পরেও রাখা হচ্ছে। অনলাইনে ৩১ মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত লেনদেন করা যাবে। অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পর পর ছুটির কারণে আর্থিক বিষয়ক কাজে অসুবিধা হতে পারে। তাই অতিরিক্ত কাজ সামলাতে শনিবার কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অফলাইনে কাজ শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য চাপ থাকলেও অনলাইনে কাজে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সবাইকে সময়মতো নিজ দায়িত্বের কাজ সমাপ্তির বার্তা পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয় জড়িত থাকায় এ বিষয় কড়াকড়ি করেছে অর্থ দফতর।

৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৮ এপ্রিল হবে নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডেন গার্ডেনেই হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ। ৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৮ এপ্রিল দুপুর ৩৩০ টায় শুরু হবে জমজমাট এই ম্যাচ। ৬ এপ্রিল রামনবমী উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে শোভাযাত্রা আয়োজন হবে, পুলিশ প্রশাসন সেদিন ইডেনে সুরক্ষা ব্যবস্থা দিতে অসুবিধার কথা জানিয়েছিল, তার জন্য এই ম্যাচ গোহাটিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয় কিন্তু পরে পুলিশ ৬ এপ্রিল সুরক্ষা প্রদান করতে রাজি হয়। আবার শুক্রবার ৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৮ এপ্রিল ম্যাচ আয়োজন করার সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হলো।

আলিপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদ ভবনে এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের সদস্য-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত ছিলেন। ইফতারে নানা ধর্মের মানুষ ও সংবাদ জগতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মাধব স্বামীজির অনুধ্যান সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের লীলাপার্ষদ ত্রিদণ্ডিস্বামী মাধবরামানুজ মহারাজের ১৬৭তম অনুধ্যান সভা অনুষ্ঠিত হবে রবিবার ৩০ মার্চ। উত্তর কলকাতার বরাহনগর টবিন রোড যোগদা আবাসনে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাধবস্বামীজির জীবনী নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল ২ শতাংশ

প্রথম পাতার পর

হিসাবে বলছে, এই ত্রৈমাসিকে খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। এটাই ডিএ নির্ধারণের অন্যতম মানদণ্ড। সেই কারণে এ বার ডিএ বৃদ্ধির হার কমছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আগামী ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বর্ধিত ডিএ কার্যকর হবে। সে কথা গত মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে নবান্ন। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৮ শতাংশ। পেনশনভোগীরাও সুবিধা পাবেন। তাঁদেরও ডিআর (মহার্ঘ ত্রাণ) বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৮ শতাংশ। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মীদের ডিএর ফারাক ছিল ৩৫ শতাংশ। এ বার সেই ফারাক দাঁড়াচ্ছে ৩৭ শতাংশ।

একসরায় জুটমিলে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসরা এলাকার একটি জুটমিলে হঠাৎ আগুন লাগায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ মিলের ভিতরে প্রথম আগুনের শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই তা ভয়াবহ রূপ নেয়। এই জুটমিলে মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। আগুন লাগার সময় অনেকেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। আপাতত কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার খবর পেয়েই দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। তবে পাটজাত সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের পাশাপাশি আশপাশের কারখানার শ্রমিকরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও জল ও বালতির সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেন।

প্রথমে তাঁত ঘর থেকেই আগুনের শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসতে আরও কিছু সময় লাগবে। ইতিমধ্যেই মিলের ভেতরে থাকা দাহ্য পদার্থের কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

গণধর্ষণ নয়, ধর্ষণই হয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার

প্রথম পাতার পর

ছিলেন, তাঁদের মোবাইলের টাওয়ারের অবস্থান দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিচারপতি জিজ্ঞেস করেন, তদন্তে কত দিন সময় লাগবে। সিবিআই জানিয়েছে, অনেকের বয়ান নেওয়া হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে, কত দিন সময় লাগবে। হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলে, কেন এত সময় লাগবে? তদন্ত কি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে? পরবর্তী শুনানির দিন তদন্তের গতি নিয়ে অবস্থান জানাতে হবে সিবিআইকে।

এদিন, পুনরায় তদন্ত নিয়ে আপত্তি নেই বলে শুক্রবার জানায় রাজ্য। তাদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওয়াল, পুনরায় তদন্ত নিয়ে অসুবিধা নেই। তবে আইন অনুযায়ী, এই অবস্থায় এসে আরও তদন্তের আবেদন কি করা যায়? রায় ঘোষণার আগে ট্রায়াল কোর্ট তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত। আরও তদন্ত করতে বলতে পারত। কিন্তু এখন কী ভাবে আরও তদন্তের আবেদন করা যায়?

ভাগাড় ধসের প্রতিবাদে সিপিএমের পুরসভা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলগাছিয়া ভাগাড় ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের পুনর্বাসন, শহরের জঞ্জাল সাফাই এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির দাবিতে বৃহস্পতিবার হাওড়া পুরসভা অভিযানে নামে সিপিএম। মিছিল করে পুর ভবনের সামনে আসতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দুপুরে সিপিএম কর্মীরা মিছিল করে হাওড়া পুরসভার গেটে পৌঁছন। আগে থেকেই পুলিশ গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা পুর ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। সিপিএমের দাবি, 'হাওড়া শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধস দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চরম অব্যবস্থা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিপদে রয়েছেন, অথচ পুর প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' পুরসভা চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে সতর্ক করে এবং বেশ কয়েকজন কর্মীকে আটক করে। উত্তেজনার মাঝে কয়েকজন আহত হন বলেও অভিযোগ। সিপিএম নেতৃত্ব জানিয়েছে, 'শহরবাসীর দুর্দশা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করছে। তবে দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলবে।' যদিও বাম নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়েছে, 'এই আন্দোলন এখানেই শেষ নয়।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৫০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasish Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dulal Chandra Dey ও D. C. Dey সাং 21/A, বাসু লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২২৩ নং এফিডেভিট বলে Nitai Das S/o. Binod Das ও Netai Das S/o. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৪৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Piyali Burman D/o. Goutam Kumar Barman R/o. 48, P.C. Nandan Road, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Piyali Chakraborty W/o. Soumya Chakraborty নামে পরিচিত হইয়াছি। Piyali Chakraborty W/o. Soumya Chakraborty & Piyali Burman D/o. Goutam Kumar Barman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Om Prakash Kosta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Chamanlal Kosta ও C. Kosta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২২১ নং এফিডেভিট বলে Nabin Karmakar S/o. Janaki Karmakar ও Nabin Karmokar S/o. J. Karmokar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Satya Prasanna Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nepal Chandra Ghosh ও Late N. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, **Kalpana Giri** W/o Late Dinesh Giri R/o Vill.- Baldebpur, P.O.- Kak-Kalinagar, P.S.- Harwood Point Coastal, Dist.- 24 Pgs (S), WB. Advertently my husband's nick name has been recorded in my Voter Identity card being No. WB/16/126/354127 as Naru Giri instead of **Dinesh Giri**. That **Kalpana Giri W/o Late Dinesh Giri** and **Kalpana Giri W/o Late Naru Giri** is the same and one identical lady vide affidavit before In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kakdwip, South 24 Pgs. dated 21.03.2025

CHANGE OF NAME

I, RANITA RAY D/O Nihar Ranjan Ray residing at Barrackpore Road, Uttar Baluriya, Nabavarati, Barasat, Nabapally, Dist - North 24 Parganas, PIN - 700126 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 24.03.2025 that my daughter's actual and correct name is ARADHYA RAY is my daughter but her name has been recorded and mentioned as ARADHYA MALLIK in her Aadhar card and in her birth certificate issued by Barasat Municipality. The surname of my daughter is MALLIK and I want to change her surname as RAY by the strength of this affidavit. ARADHYA RAY and ARADHYA MALLIK is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল **পার্থ সাহা**, পিতা- বানেশ্বর সাহা, সাং মাটিয়ারী, জেলা নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৩, ০৩.১২.২০২৪ তারিখে মৌজাস্থিত জে.এল নং ৮৯ মাটিয়ারী এল.আর. দাগ নং ৯৩২, ১৩৪৪, ১৬৫৭, ১৭৬৮, ২৬৬৭ দাগের জমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলিলনং IV- ৪৪/২৪ ভলিউম নং ১৩১০-২০২৪, পেজ নং ৫১৯-৫২৭ জেলা নদীয়া থানা- কালীগঞ্জ লিখিতংদ্বয় **অনুরাধা সরকার ও অনুভা বর্মন (যামিনীরঞ্জন সিংহ বর্মন, অন্নপূর্ণা দেবী সিংহ ও অসিত কুমার সিংহ বর্মন)** সম্পত্তি বিক্রয় হচ্ছে। উক্ত জমি সংক্রান্ত কারোর দাবি/মনে কোন আপত্তি থাকলে মোঃ ৯৬৪৭৩৭০০৬৬ লিখিতংদ্বয় যোগাযোগ করিবেন, আপনার নিযুক্ত পার্থ সাহা এই জমিগুলি বিক্রয় করছেন। এই সম্পত্তির মধ্যে যামিনী **রঞ্জন সিংহ বর্মন, অন্নপূর্ণা দেবী সিংহ ও অসিত কুমার সিংহ বর্মন** আর কোন ওয়ারিশ বা দাবীদার থাকলে যোগাযোগ করিবেন।

জাকির হোসেন (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া
রেফা : ম্যাট সুট নং ২২১/২০২৩

এতদ্বারা বিবাদী **শ্রী রাজ নারায়ন দাস**, পিতা - শক্তিপদ দাস, সাকিম - নুনিয়াডাঙ্গা, পোঃ ও থানা - বৈঁচি, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪, আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী সাগরিকা মল্লিক দাস**, পিতা - সুনীল কুমার মল্লিক, স্বামী রাজ নারায়ন দাস, সাকিম - তিন্না, পীরতলা, পোঃ ও থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্টের ১৩ (১এ) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন আদালতের নির্দেশে **শ্রীমতী সাগরিকা মল্লিক দাস** এই বিজ্ঞপ্তি জারি করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোনো নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটির একতরফা শুনানী হইবে।

সৌমি ভট্টাচার্য (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট, হুগলী - ৭১২১০১
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
চুঁচুড়া জজ আদালত হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে আমার মক্কেল **পার্থ সাহা**, পিতা- বানেশ্বর সাহা, সাং মাটিয়ারী, জেলা নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৩, ০৩.১২.২০২৪ তারিখে মৌজাস্থিত জে.এল নং ৮৯ মাটিয়ারী ও ৯২ কামদেবপুর এল.আর.নং ৩৩৫১ (মাটিয়ারী) ও ১৭৮ (কামদেবপুর) খতিয়ানভুক্ত দাগনং ৯২৯, ৯৩২, ৯৪৮, ১৯২৭, ৩০১১ (মাটিয়ারী) ও ৪১৭, ৫৬৭ (কামদেবপুর) দাগের জমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলিল নং IV- ১০/২৫ ভলিউম নং ১৩১০-২০২৫, পেজ নং ১৩৬-১৪৬ জেলা নদীয়া থানা- কালীগঞ্জ লিখিতং **ললিতা সিংহ বর্মন (বাবুরাম সিংহ বর্মন)** সম্পত্তি বিক্রয় হচ্ছে। উক্ত জমি সংক্রান্ত কারোর দাবি/মনে কোন আপত্তি থাকলে মোঃ ৯৬৪৭৩৭০০৬৬ লিখিতং যোগাযোগ করিবেন, আপনার নিযুক্ত পার্থ সাহা এই জমিগুলি বিক্রয় করছেন। এই সম্পত্তির মধ্যে **বাবুরাম সিংহ বর্মনের** আর কোন ওয়ারিশ বা দাবীদার থাকলে যোগাযোগ করিবেন।

জাকির হোসেন (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে মার্চ । ১৫ ই চৈত্র, শনি বার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(চৈত্র অমাবস্যা ব্রত নিশি পালন তিথি।)

বিজ্ঞপ্তি

A) পাওয়ার দাতা:- ১) শ্রী সুজয় পাল ওর্ফে সুজয় ধীবর ২) শ্রী সুকুমার পাল ওর্ফে সুকুমার ধীবর ৩) শ্রী অমিত কুমার পাল ওর্ফে অমিত কুমার ধীবর ৪) শ্রী সুমিত কুমার পাল ওর্ফে সুমিত কুমার ধীবর ৫) শ্রীমত্যা রীনা পাল ওর্ফে রীনা ধীবর। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী বলরাম নন্দী পিতা-স্বর্গীয় কিরীটি নন্দী সাং লাপুড়, রামসাগর। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রীমতী মমতা নন্দী স্বামী-শ্রী বলরাম নন্দী সাং-লাপুড়, রামসাগর। পাওয়ার নং- IV-01080069 date 26/06/2018 onda A.D.S.R মৌজা-ধুলাপুর, জে.এল-২৫৩, খতিয়ান-৫৭ ও ২৫৯ এল.আর দাগ নং-৮১৬, পরিমান-৪৪ শতক। B) পাওয়ার দাতা:- ১) শ্রী শান্তিদেব বিশ্বাস ২) জয়দেব বিশ্বাস ৩) বিষ্ণুদেব বিশ্বাস ৪) বুদ্ধদেব বিশ্বাস ৫) শ্রীমতী মিরা রানী সিং ৬) কুমারী গীতারানী বিশ্বাস ৭) শ্রীমতী মালারানী দে ৮) শ্রীমতী উমারানী বিশ্বাস ৯) শ্রীমতী প্রতিমারানী সেন ১০) শ্রীমতী দূর্গারানী মিশ্র রঘুনাথনগর, ওন্দা। পাওয়ার গ্রহীতা: শ্রীমত্যা শিবানীরানী বিশ্বাস স্বামী-স্বর্গীয় ঘন্টুলাল বিশ্বাস, রঘুনাথনগর, ওন্দা কোবালা গ্রহীতা: শ্রী চন্দন কুমার বিশ্বাস পিতা-শ্রী সুকদেব বিশ্বাস, রঘুনাথনগর, ওন্দা, বাঁকুড়া পাওয়ার নং- IV-5 date-12/05/1992 Onda A.D.S.R মৌজা-রঘুনাথনগর, জে.এল-১৫০ দাগ নং-৬০৯, ৬১৩, ৬০২, খতিয়ান নং-১৫৬ পরিমান-১০.৫ শতক দলিল নং-৩৯৫ (১৭/০৪/২০০৭) C) পাওয়ার দাতা:-১) কমলাকান্ত দাসগুপ্ত ২) মহাদেব গাঙ্গুলী ৩) পান্নারানী গাঙ্গুলী ৪) বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী ৫) রামনাথ গাঙ্গুলী ৬) অপর্ণা চক্রবর্তী ৭) ইন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৮) গায়ত্রী গাঙ্গুলী ৯) কল্যাণী ব্যানার্জী ১০) রবিশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। পাওয়ার গ্রহীতা:-বুদ্ধদেব মন্ডল, গৌতম মন্ডল পিতা-স্বর্গীয় নকুল মণ্ডল, সাধন মন্ডল, সুধন মন্ডল পিতা-স্বর্গীয় জগন্নাথ মন্ডল, সাওড়াঘাটি, ওন্দা। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী বাপী মাল পিতা-কার্তিক মাল, সাওড়াঘাটি, ওন্দা। পাওয়ার নং- 2 Date 02/11/2015 Onda A.D.S.R মৌজা-কাল্লা, জে এল নং-১৮০, দাগ নং-৪৩,৪৩,৪৩ খতিয়ান-১০২,১১৮,১৫৭ পরিমান-২৯ শতক, দলিল নং-২৮০৩ (১৩/১১/১৭) D) পাওয়ার দাতা:-ইন্দ্রানী গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশীষ গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায়, পিনাকী নারায়ণ গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি নারায়ণ গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায়। পাওয়ার গ্রহীতা:-দেবাশীষ গাঙ্গুলী, পিতা-শিবনাথ গাঙ্গুলী, প্রদীপরঞ্জন নন্দী পিতা-স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন নন্দী, ৪৩ সীতারাম স্ট্রিট কলকাতা। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রীমতী রত্না ঘোষাল স্বামী অমিতাভ সরখেল গ্রাম-চাওলা, মাজিরডাঙ্গা, সোনামুখী। পাওয়ার নং- 3250, 1955 date 18/06/2015 Kolkata, 18/06/2010 Kolkata মৌজা-কৃষ্ণনগর, জে.এল-১৭৯, দাগ-২৩,২৩,২৩, খতিয়ান-২৯২, ৩৫৭, ৪৩২, ৪৩৩, পরিমান-১৫ শতক, দলিল নং-১৫৩ (১৯/০৬/১৫। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ মার্চ ২০২৫, ১৫ চৈত্র, শনিবার

স্থায়ী উপাচার্য চূড়ান্ত হলেই চলে যাব: শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

রাজ্যের শাসকদলের ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমিতি 'ওয়েবকুপা' সোমবার থেকে জোড়াসাঁকোয় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ওই সংগঠনগুলির অভিযোগ, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পদে রয়ে গিয়েছেন। এরই বিরোধিতা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিও উঠছে বিক্ষোভ থেকে। যাদবপুরের পাশাপাশি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ও জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে অশান্তির খবর সম্প্রতি মাত্রা পাচ্ছে। কে এই উপাচার্য তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ এই পরিস্থিতি তৈরি হল, একদিনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।

প্রশ্ন: আপনার পড়াশোনা কোথায়?

উ: আমি দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর স্কুলের ছাত্র। ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৬৪-র ৯ জানুয়ারি। কলেজ ছিল মৌলনা আজাদ। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন: প্রতিবাদীদের অনেকের অভিযোগ, আপনি শিক্ষাবিদ নন। রাজ্যপাল 'নিজের লোক' হিসাবে আপনাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করেছেন।

উ: আমি আইনজীবী। ২০০০ থেকে ২০১৫ ছিলাম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলাম '১৫ থেকে '১৭। আমার নিয়োগকর্তা মহামান্য রাজ্যপাল ইউজিসি-র আইন মেনেই আমাকে বর্তমান দায়িত্ব দিয়েছেন। 'নিজের লোক'-এর প্রশ্নই ওঠেনা। আমি উপাচার্য হওয়ার চেষ্টা করিনি। সেই স্বপ্নও ছিলনা। একদিন রাজ্যপাল ডেকে পাঠিয়ে আমাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী রাজ্যপালের নিয়োগপত্র দেন।

প্রশ্ন: কেন, কবে থেকে প্রতিরোধের মুখে পড়ছেন?

উ: ২০২৩-এর জুলাইয়ে দায়িত্ব পাই। প্রায় গোড়া থেকেই আমি একাংশের কাছে চক্ষুশূল। বিরোধিতা করে প্রতিপক্ষ সুপ্রিম কোর্ট অবধি গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিশদ সূত্র নির্ধারিত করেছে। যেদিন এখানে স্থায়ী উপাচার্য

নিয়োগের সিদ্ধান্ত হবে, চলে যাব! আমি তো জোর করে আসিনি বা আসনে বসে নেই। আচার্যের নির্দেশ পালন করছি মাত্র!

প্রশ্ন: কিছু মহিলা কর্মীর সঙ্গে আপনি অশালীন আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে প্রতিবাদীদের একাংশ।

উ: আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। এই তো গত বুধবার কিছু পড়ুয়া মারতেও এসেছিল। আমি রক্ষা পেলেও প্রাক্তন সেনাকর্মী আমার রক্ষী আহত হয়েছেন। যখন সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়, তখন বাকি থাকে চরিত্রহনন।

প্রশ্ন: এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

উ: এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার সূচী বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু এমন অবস্থা, হইচইয়ের জেরে আমাদের লাগোয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিটি রোড ক্যাম্পাসের কাজও বিঘ্নিত হচ্ছে। ওঁরা এসে আপত্তি জানিয়েছেন। নিরাপত্তার জন্য আমি জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে এসে কাজ করছিলাম। সেখানেও শুরু হয়েছে ঝামেলা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৪৮ শতাংশ পদ শূন্য। অদূর ভবিষ্যতে শূন্য পদের সংখ্যা বাড়বে। এগুলো প্রথা মেনে পূরণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে পড়াশোনা বড় রকমের হোঁচট খাবে। অশিক্ষক কর্মীদেরও বেশ কিছু পদ খালি। একটা চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এটা হওয়া বাঞ্ছিত নয়।

প্রশ্ন: আপনারা পুলিশ পোস্টিং চেয়ে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন? আদালত রবীন্দ্র ভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে আপনাকে প্রবেশের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশকে?

উ: বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মঙ্গলবারের নির্দেশ, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য যাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেন, গিরিশ পার্ক থানাকে অবিলম্বে সে জন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা আধিকারিক থানায় অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ হাইকোর্টের। বিটি রোড ক্যাম্পাসের বিষয়টি নিয়ে বুধবার ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীকে পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি।

প্রশ্ন: প্রশাসনকে আপনার অসহায়তার কথা জানিয়েও সুরাহা হচ্ছে না?

উ: আমার নিয়োগকর্তা আচার্যকে জানিয়েছি। উনি কাকে, কী জানিয়েছেন, জানিনা।

অবসরের তিন দিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে সরিয়ে বিতর্কে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবসর নেওয়ার মাত্র তিন দিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ফের বিতর্কে রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এদিন রাজ্যপালের, দপ্তর থেকে পাঠানো এক চিঠিতে তাঁকে অবিলম্বে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে ভাস্কর গুপ্তের চাকরি জীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ৩১ মার্চ। তার আগেই রাজ্যপাল তথা আচার্য তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বছর এপ্রিল মাসে রাজভবন থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর নিয়োগের সময় একজন অধ্যাপক হিসাবেই উপাচার্য পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এদিকে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে দায়ী করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও রাজ্যপাল বালখিল্যপনা করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্যর কথায়, 'রাজ্যপাল যাদবপুরে স্থায়ী উপাচার্য দিতে পারতেন। মুখ্যমন্ত্রী তো তালিকাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর তালিকা গ্রহণ না করে যাদবপুরে অচলাবস্থা তৈরি করলেন। যা করছেন, তাতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বালখিল্য আচরণ করছেন।' সম্প্রতি বেসরকারি বিল নিয়ে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের সংঘাত সামনে এসেছে। এরই মধ্যে এবার স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও ফের প্রকাশ্যে দু'পক্ষের মতান্তর।

ডোমকল থানায় 'হেনস্থা' হাইকোর্টে খড়গপুরের প্রাক্তনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডোমকল থানার ভিতর হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন খ ড়গপুর আইআইটির প্রাক্তন ছাত্র গবেষক ইমন কল্যাণ। অভিযোগ, ব্যাঙ্কের পাসবুক হারিয়ে যাওয়ায় থানায় জিডি করতে গিয়ে ডোমকল থানার ভিতর পুলিশি হেনস্থার শিকার হন তিনি। শুক্রবার আইনজীবী শামিম আহমেদ এই বিষয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপরেই বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। ওই গবেষকের অভিযোগ, খড়গপুর আইআইটির ছাত্র ছিলেন তিনি। সেখানকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের পাসবই হারিয়ে যাওয়ায় ডোমকল থানায় জিডি করাতে গিয়েছিলেন। ডিউটি অফিসার তাঁকে ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট শাখ ায় গিয়ে স্ট্যাম্প মেরে আনতে বলেন। কিন্তু দূরত্বের কারণেই তা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। কিন্তু ইমন কল্যাণের যুক্তি মানতে চাননি ওই অফিসার। তাঁর কথায়, 'এই নিয়েই আমাদের দু'জনের মধ্যে কথা

কাটাকাটি হয়। এরপরেই থানার মেজবাবু সেখানে এসে আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যান। আমি ভেবেছিলাম আমার সমস্যা সমাধান করে দেবেন তিনি। কিন্তু ওই ঘরে নিয়ে গিয়ে চলে বেধড়ক মারধর। চলে অশ্রাব্য গালিগালাজও। ওর সঙ্গে যোগ দেন আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মী। এরপরে আমাকে লকআপের পাশে অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে বসিয়ে রাখা হয়।' এদিকে ডক্টর ইমন কল্যাণের এই অভিজ্ঞতার কথা জানাজানি হতেই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যদি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি থানায় গিয়ে সুবিচার না পান, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে?

বরখাস্ত নয়, আপাতত সাসপেন্ড তৃণমূল শিক্ষক নেতা সিরাজুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের শিক্ষকনেতা সিরাজুলকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। তবে শুক্রবার সেই নির্দেশের পরিবর্তন করে ওই বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা বিচারাধীন থাকায় বরখাস্তের বদলে আপাতত সাসপেন্ড করা হয় ওই শিক্ষককে। এরপরও স্বস্তি মিলল না সিরাজুলের। ডিভিশন বেঞ্চ আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করলেও বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে বড়ই অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয় সিরাজুলকে।

বিচারপতি বসুর এজলাসে প্রশ্ন ওঠে, কেন অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও এতদিন ধরে ওই শিক্ষক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল না। একইঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠে, গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে সিআইডি-র ওপর কোনও চাপ আছে কি না, তাও এ দিন জানতে

চান হাইকোর্টের বিচারপতি। এরই পাশাপাশি বিচারপতি এও জানতে চান, শুক্রবারই সিরাজুলকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব কি না, সে ব্যাপারেও।

এরপরই সিআইডি-র উদ্দেশে এদিন বিচারপতি বসু বলেন, 'উনিতো সেই নোবেল ব্যক্তি, ওঁর বেতন বন্ধ করুন। ওঁকে দু-তিন দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করুন।' সঙ্গে এও বলেন, 'ওঁকে ২০০১-এ জেলে ঢোকানো উচিৎ ছিল। আপনাদের ওপর কোনও চাপ আছে নাকি? ওঁকে জেলে পাঠানো হচ্ছে না কেন?' উত্তরে সিআইডি জানায়, নথি সংগ্রহ করা হচ্ছিল তাই গ্রেপ্তার করা হয়নি। এক কথা শুনে আরও ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি বসু। তিনি বলেন, 'কথা ঘোরানোর চেষ্টা করবেন না। একবার হাইকোর্টের নির্দেশ দিয়েছে। আর একবার কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নিয়োগ বেআইনিভাবে হয়েছে। আর কী তথ্য চাই?' এরপরই সিআইডি-কে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আজকের মধ্যে কি গ্রেপ্তার করতে পারবেন?' সিআইডি উত্তরে বলে, 'আমরা চেষ্টা করব।' রাজ্যকে বিচারপতি বসু জানান, উনি যদি স্কুলে যান তাহলে সিরিয়াস পদক্ষেপ করা হবে। আগামী ৯ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

খড়দায় জলের দাবিতে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব কল্যাণ নগর মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার জলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি তাঁরা বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতেও সোচ্চার হন। স্থানীয় বাসিন্দা রূপা মন্ডলের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত। স্কুল পড়ুয়ারা হোঁচট খে য়ে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলারকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। আরেক বাসিন্দা মুন্নি সিংয়ের অভিযোগ, এখানে পানীয় জলের সমস্যার যেমন রয়েছে। তেমনি বর্ষাকালে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে খড়দা পুরসভার পুরপ্রধান নিলু সরকার বলেন, ওই অঞ্চলে জলের পাম্পটি রয়েছে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই পাম্পটি মেরামতি করা হয়েছে। এবার ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা জল পাবেন। রাস্তাঘাট নিয়ে তিনি বলেন, ছয় নম্বর ওয়ার্ডের অনেক রাস্তা হয়েছে। বাকি রাস্তাগুলো সংস্কার করা হবে।

আর জি করের আঁচ লন্ডনেও, গোটা বিশ্ব মেয়ের বিচার চায়: অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর জি কর কাণ্ডের আঁচ এবার লন্ডনেও। বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে বক্তৃতার মাঝে একদল হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে তাঁরা সরব হয়েছিলেন। লন্ডনে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে শুক্রবার অভয়ার মা বলেন, 'সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। বিশ্বের কেউ এই ঘটনা মেনে নিতে পারে নি। এতেই পরিষ্কার, বাংলা তথা গোটা বিশ্ব তার নিজের মেয়ের বিচার চায়।' অপরদিকে অভয়ার বাবা বলেন, 'বিচারের দাবিতে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ চলছে। এবার বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ হবে।' মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'যতদিন বিচার না দেবেন, ততদিন ওনার নিস্তার মিলবে না। মেয়ের মৃত্যুর ঘটনা ওনাকে পিছু তাড়া করবে।' তাঁর দাবি, লড়াইটাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারলে, ওনাকে আরও প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অভিয়ার বাবা আরও দাবি করেন, সারা বিশ্বের লোক তাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য করে তাঁর কটাক্ষ, জোকার গিরি করে মানুষকে আর ভোলানো যাবে না।

ভাগাড়কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা জাতীয় পরিবেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড় এবং সংলগ্ন এলাকার বিপর্যয় নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল জাতীয় পরিবেশ আদালত। শুক্রবার মামলার প্রথম শুনানিতেই হাওড়া পুরসভা এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন তুলে দেন এই বিপর্যয় নিয়ে। আগামী ২৩ মে'র মধ্যে হাওড়া পুরসভার কাছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড বা ভাগাড় নিয়ে সর্বশেষ রিপোর্ট এবং অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করল জাতীয় পরিবেশ আদালত। আদালত সূত্রে খবর, এদিন আদালতে শুনানি পর্বে ভাগাড় বিপর্যয় এবং সংলগ্ন এলাকার ভূমি ধস ও বাড়িঘর ফাটল ধরার ছবি পেশ করা হয়। তা দেখেই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় পরিবেশ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত সূত্রে খবর, চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়া পুরসভাকে ওই ভাগাড় অন্যত্র স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয় পরিবেশ আদালতের বেঞ্চ। কিন্তু হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি হাওড়া পুরসভা। এবার এই ঘটনায় স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন শুনানির সময় ভাগাড়ের কারণে যে বিপর্যয় ঘটেছে তাতে প্রশাসন কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কোন ধরনের তৎপরতা দেখিয়েছে তা নিয়ে যাবতীয় রিপোর্ট তলব করল পরিবেশ আদালত।

সূত্রের খবর, ১০০ বিঘা জমির উপরে তৈরি এই ভাগাড়ের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। এরপর ২০০০ সালে কলকাতা হাইকোর্টেও সেই মামলা ফের চলতে থাকে। ২০০৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, অবিলম্বে ওই ভাগাড় অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। তৎকালীন বাম প্রশাসনের তরফে আদালতে জানানো হয়, জায়গার সঙ্কট রয়েছে। পর্যাপ্ত জমি পাওয়া গেলেই ভাগাড় স্থানান্তর করা হবে। এরপর বাম সরকারের অবসান ঘটলে তৃণমূল প্রশাসন রাজ্যে ক্ষমতা এলে এই বিষয়টি ঠান্ডা ঘরে চলে যায় বলে পরিবেশ আদালত সূত্রে খবর।

এদিকে ২০১৬ সালে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন তৈরি হয়। এই আইন অনুযায়ী আদালতের তরফে হাওড়ার বেলগাছিয়ার বাগান নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনকে। কিন্তু সেখানেও জমির অজুহাত দিয়ে কোনও কাজই করেনি প্রশাসন, আদালতেই উঠেছে এমন অভিযোগ। জট যখন আরও পাকছে সেই আবহে ২০২৪ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে হাওড়ার ভাগাড় নিয়ে মামলা হয়। হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই নানা জটিলতা তৈরি হয়। একদিকে ভাগাড়ের সমস্যা, অন্যদিকে পানীয় জলের সমস্যা, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি ধসে যাওয়া, বিদ্যুৎহীন এলাকা। সব মিলিয়ে জেরবার স্থানীয়রা। পুরমন্ত্রী ঘটনাস্থলে বিক্ষোভের মুখেও পড়েন ফিরহাদ। এই আবহে বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই জঞ্জাল সরানোর জন্য। বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের পরিবর্তে আবর্জনা ফেলা হবে হুগলির বৈদ্যবাটিতে। সেখানে প্রায় আড়াইশো মেট্রিক টন আবর্জনাকে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলার পরই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বৈদ্যবাটি পুরসভা।

কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ রাখতে তৎপর রাজ্য নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভায় উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হল। আর এই উপনির্বাচনকে হাতিয়ার করে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ কাটিয়ে উঠতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এই বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হবে। তার আগে আগামী ৮ ই এপ্রিল থেকে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হচ্ছে। যা চলবে ১৫ ই মে পর্যন্ত। সাম্প্রতিককালে ভোটার তালিকায় নানা অসঙ্গতি নিয়ে একাধিক রাজনৈতিক দলের সরব হওয়ার প্রেক্ষিতে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নাসিরুদ্দীন আহমেদের প্রয়াণে কালীগঞ্জে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই উপনির্বাচনে ভোটার তালিকা নিয়ে যাতে কোনরকম বিভ্রান্তি তৈরি না হয় সেজন্য রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। ভোটার কার্ড ইস্যুতে শুক্রবার ডাকা এক সর্বদল বৈঠকে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ নিযুক্ত করার আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন উপলক্ষে বিশেষভাবে সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যা শুরু হচ্ছে আগামী মাসের আট তারিখ থেকে। কমিশন সূত্রে খবর, একদিকে যেমন সরকারি আধিকারিক অথবা বুথ লেভেল অফিসাররা, ভোটার তালিকা সংশোধন বা পরিমার্জনের কাজ করবেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টরাও সে কাজে তাদের সহয়োগিতা করবেন। কমিশনের বক্তব্য, তাঁদের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যৌথ উদ্যোগে এই সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি করবেন। যাতে নতুনভাবে তৈরি হওয়া ভোটার তালিকা নিয়ে কোন রকমের বিভ্রান্তি তৈরি না হয়। ভোটার তালিকা নিয়ে আর কোনো রকম বিতর্ক তৈরি হতে দিতে নারাজ বলে কমিশন। বস্তুত ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তিক জেরে বারাবর রাজনৈতিক মহলের প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা। ইতিমধ্যেই, রাজ্যে ৬০০ বেশি ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড বাতিল করতে হয়েছে। হরিয়ানা গুজরাত পাঞ্জাব বিভিন্ন রাজ্যেও বহু ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড বাতিল করা হয়েছে। এই আবহে নদীয়ার কালিগঞ্জ সহ দেশের আটটি বিধানসভা উপনির্বাচনে যাতে নতুন করে নির্বাচন কমিশনের কাজ নিয়ে কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি না হয় সেদিকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই প্রতি রাজ্যে সর্বদল বৈঠকে নির্দেশও দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। যার ফলশ্রুতি এদিনের বৈঠক।

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নাসিরুদ্দীন আহমেদের প্রয়াণে কালীগঞ্জে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই উপনির্বাচনে ভোটার তালিকা নিয়ে যাতে কোনরকম বিভ্রান্তি তৈরি না হয় সেজন্য রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর।

পদ্মপুকুর লেনে অগ্নিকাণ্ড প্রমোটারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কলকাতার পদ্মপুকুর লেনে। আর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে উঠেছে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। অভিযোগের তির সরাসরি প্রোমোটারের দিকে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ৭/১, পদ্মপুকুর লেনের একটি বাড়িতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়, দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে গোটা বাড়ি। আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন আশপাশের লোকজন। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। বাড়ির বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ড নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়। তাদের অভিযোগ, এই বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই প্রোমোটিংয়ের জন্য টার্গেট করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির মালিকদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল বাড়ি খালি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে বলে বাসিন্দাদের সন্দেহ। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। এদিকে, পুলিশ ও দমকল বাহিনী ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

শুধু ভাষা দিবস পালন করলেই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না

ভোটের দামামা বাজলেই বিভাজনের রাজনীতি, হিন্দুত্ব এবং হিন্দি-ত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হয়, তা ঠিক নয়। সারা বছর ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এ কাজ চলছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন বলেন তিনি শুধুমাত্র হিন্দুদের বিধায়ক, তখন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয় না। ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত বেদনার, অত্যন্ত লজ্জার! সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য এখন ভোটের দিকে। কিন্তু অনেক আগেই বিভিন্ন বক্তব্যে ফুটে উঠছে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বাণী। কোনও নেতা বা নেত্রী তাঁর হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়ে হিন্দুদের প্রতি তাঁর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। আবার কেউ বলছেন এ দেশ হিন্দুর। বাকি ধর্মের লোকেদের তাঁদের অধীনতা, বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হবে নতুবা দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রামবাংলায় পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বাস করছেন। কিন্তু রাজনীতি ঢুকে পড়লেই লেগে যাচ্ছে দাঙ্গা। তাই বলা যায়, দেশে রাজনীতিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের কারণ। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি যে কোনও ভাষা শেখার জায়গা বিদ্যালয়। রাজ্যে প্রতিনিয়ত বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা বন্ধের পথে। ভাল চাকরি পেতে হলে ভাল হিন্দি জানতে হবে; এই কথাটি বিভিন্ন ভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে হিন্দি মাধ্যমে পড়ার চাহিদা বাড়ে। আবার ভাষাকে অক্সিজেন জোগানোর অন্যতম জায়গা গ্ৰন্থাগারগুলিও গ্রন্থাগারিকের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে। ফলে পুরনো পাঠক বিরক্ত, নতুন পাঠকও সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। এখন অর্থ যার শিক্ষা তার। তলে তলে কত সরস্বতী বিদ্যামন্দির খোলা হচ্ছে, সেখানে হিন্দি, ইংরেজিই মুখ্য ভাষা। সেই বিদ্যালয়গুলিতে ছোট থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনে হিন্দু ধর্মের প্রতি গোঁড়া মনোভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র বিপুল ভাবে ভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তা সম্ভব হবে বাংলা মাধ্যম স্কুল ও গ্ৰন্থাগারের উন্নয়নের মাধ্যমে।

শব্দবাণ-২৩২

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আমোদজনক, মজাদার ৩. যত্ন, খাতির ৫. যোগ্যতা যাচাই ৭. সকলে, প্রত্যেকে ৮. দাঁত ১০. ভারতের দাক্ষিণাত্যের এক প্রধান নদী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কার্তিকমাস ২. বুকের হাড় ৩. চিহ্ন ৪. রান্নাঘর, হেঁশেল ৬. ধোয়া ৯. দুয়ার, দ্বার।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩১

পাশাপাশি: ১. উপনাম ৩. সুনাভ ৪. চলতি ৬ নিমিত্ত ৯. বাহার ১০. শিষ্টাচার।

উপর-নীচ: ১. উভয় ২. মহল ৩. সুবচনি ৫. তিরস্কার ৭ .মিরাশি ৮. খাবার।

জন্মদিন

আজকের দিন

উৎপল দত্ত

১৯২৯ *বিশিষ্ট নাট্যকার ও চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্তের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রা জগদীপের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায়ের জন্মদিন।*

ড. সনজীদা খাতুন : গান যার সত্তায়

এস ডি সুব্রত

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব সনজীদা খাতুন একাধারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিক্ষক । ১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে তিনি। মৃত্যু বরণ করেন ২৫ মার্চ ২০২৫ সালে। কবি শঙ্খ ঘোষ একবার তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, জ্ঞান তাঁর জীবিকা নয়, গান তাঁর জীবন, চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এক জীবন। একুশে ভাষা এসেছিল তাঁর মননে, একাত্তরে সুরের আগুন কণ্ঠে উঠেছিল তাঁর দীপ্ত জয়োল্লাসে । বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সর্বতোভাবে জড়িয়ে থেকে বহু মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন বড় আপনজন । পরিচিতি পেয়েছেন ছায়ানটের 'মিনু আপা' থেকে শান্তিনিকেতনের 'মিনুদি' হিসেবে । সাতচল্লিশের দেশভাগ, দাঙ্গা ও রক্তপাতের সাক্ষী বাঙালির সাহসী সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার অবিসংবাদী নারী সনজীদা খাতুন । অশুভ ও অকল্যানের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন শুভ ও কল্যাণের কথা অকুতোভয়ে । সংস্কৃতিকে সঙ্গী করে দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ হেঁটেছেন সম্প্রীতির পথে আলোর সন্ধানে । সুরকে হাতিয়ার করে আজও লড়াই করছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে , অপশক্তির বিরুদ্ধে । সম্প্রীতি ও প্রগতির দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কেটে যায় যার প্রতিটি দিনরাত তিনি হলেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সভাপতি ড. সনজীদা খাতুন।

তাঁর ৮৫ তম জন্মদিনের আগের দিন বিকেলে ছায়ানট ভবনে আপন অনুভূতি ব্যক্ত করেন সনজীদা খাতুন। সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে আসে আপন ভাবনার কথা। জন্মদিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জন্মদিন উদযাপন প্রসঙ্গে আমার নিজের কোন আগ্রহ নেই। আমার কাছে মানুষের জন্মদিনকে একটি জৈবিক ব্যাপার মনে হয়। তাই আমার কাছে জন্মদিনের অর্থ হচ্ছে বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়া। আর আমার জন্মদিনের চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এ বছর রমনা বটমূলের বর্ষবরণের আয়োজনটি পদার্পণ করবে ৫০ বছরে। আমি সারাটি জীবন সংস্কৃতির শুদ্ধতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ, সংস্কৃতি মানুষের মনকে সুন্দর করে তোলে। তাই নিজে মঞ্চে উঠে গান গাওয়ার পরিবর্তে সংগঠকের ভূমিকাটাকেই বড় করে দেখেছি। প্রতিদানে কিছুই চাইনি। সব সময় সংস্কৃতির আলোয় মানুষের মনের কথাটি বলতে চেয়েছি। মুসলমানিত্বের চেয়ে বাঙালীত্বের গৌরববোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। মানুষের মানবিক হয়ে ওঠাকে গুরুত্ব দিয়েছি। ক্ষ্ম জাতীয় অধ্যাপক ও লেখক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের মেয়ে সনজীদা খাতুন। এর বাইরে তিনি খ্যাতিমান লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের বোন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওয়াহিদুল হকের স্ত্রী। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯৫৫ সালে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন। ১৯৭৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ' গবেষণাপত্রে পিএইচডি লাভ করেন। সনজীদা খাতুনের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষক হিসেবে। শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতকোত্তর লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি সর্বদাই প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাঙালীত্বের বোধ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছেন। নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটল এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আলোয় পৃথিবীর মুখ দেখার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন । কর্মময় জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনজীদা খাতুন অর্জন করেছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের স্বর্ণপদক ও সম্মাননা, সা'দত আলী আখন্দ পুরস্কার, অনন্যা পুরস্কার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানজনক ফেলোশিপ, বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা স্বীকৃতি। তার কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে ওপার বাংলাতেও। তার কর্মময়তার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সনজীদা খাতুনকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' প্রদান করেছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার', কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি।

জীবনভর অশুভের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন কল্যাণের কথা। বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল রবীন্দ্র সংগীত আর সে বাধা ভেঙেছিলেন যাঁরা, সনজীদা খাতুন তাঁদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথের গান এখন আর রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক নয় অথচ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের ওপর তোলা হয়েছিল নিষেধের বেড়া সেই বেড়া ভাঙতে সক্রিয় ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগীরা

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংগীত চর্চার প্রাথমিক পর্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, "৪৭ সালে পাকিস্তান হবার পর প্রখ্যাত সংগীতকার আব্দুল আহাদ ঢাকায় আসেন তিনি তো শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত তিনি এসে রেডিওতে কাজ আরম্ভ করেন রেডিওতে উনি রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন অতি সুন্দর করে ভাব বিশ্লেষণ করে শেখাতেন আমরা খুব আনন্দের সাথে গান শিখতাম তাছাড়া আব্দুল আহাদ যখনই রবীন্দ্র জন্মবর্ষে বা মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠান করতেন, যারা ঢাকায় রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন তাদের সবাইকে ডেকে খুব সুন্দর করে অনুষ্ঠানগুলো করতেন । উনি রেডিওতে যে মান বজায় রেখেছিলেন সেটা ছিল খুবই ভাল কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা সময় এল যখন আমরা দেখতে পেলাম পাকিস্তান সরকার ঠিক চাইছেনা যে রবীন্দ্র সংগীত এখানে প্রচার হোক রেডিওতে শুধু না, বাইরেও গাওয়া হোক এটা তারা চাইছিল না কিন্তু সেটা যে তারা খুব স্পষ্ট করে বলতো এমনও নয় কিন্তু বুঝতে পারতাম যে মানুষের মধ্যেও একটা অন্য চাহিদা এসেছিল বড় জোর গিটারে রবীন্দ্র সংগীত বাজালে লোকে শুনত কিন্তু আমাদের গান গাইবার সুযোগ খুব একটা মিলত না "
প্রয়াত কাজি মোতাহার হোসেন ছিলেন অত্যন্ত উদার স্বভাবের এবং রবীন্দ্রভক্ত ফলে বাবার কাছ থেকে উৎসাহের অভাব ছিলনা কন্যা সনজীদার জন্য রবীন্দ্র সংগীত শিখেছেন, গেয়েছেন পরবর্তীকালে শিখিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠান অল্প বয়স থেকেই অনুষ্ঠানে গান করেছেন সনজীদা পঞ্চাশ দশকের একটি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করলেন তিনি বিশেষভাবে -- "পঞ্চাশ দশকে একবার - আমার খুব ভাল করে মনে আছে - কার্জন হলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল আমাকে গান গাইতে বলা হয়েছিল আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম গান গাইতে কী গান গাইব? এমন সময় দেখা গেল সেখানে বঙ্গবন্ধু তখন তো তাঁকে কেউ বঙ্গবন্ধু বলে না - শেখ মুজিবুর রহমান তিনি লোক দিয়ে আমাকে বলে পাঠালেন আমি যেন 'সোনার বাংলা' গানটা গাই - 'আমার সোনার বাংলা' আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম এত লম্বা একটা গান তখন তো আর এটা জাতীয় সংগীত নয় পুরো গানটা আমি কেমন করে শোনাবো? আমি তখন চেষ্টা করে গীতবিতান সংগ্রহ করে সে গান গেয়েছিলাম কোনমতে জানিনা কতটা শুদ্ধ গেয়েছিলাম কিন্তু তিনি এইভাবে গান শুনতে চাওয়ার একটা কারণ ছিল তিনি যে অনুষ্ঠান করছিলেন, সেখানে পাকিস্তানিরাও ছিল তিনি দেখাতে চেষ্টা করছিলেন তাদেরকে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' কথাটা আমরা কত সুন্দর করে উচ্চারণ করি এই সমস্ত গানটার ভিতরে যে অনুভূতি সেটা তিনি তাদের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমার তো মনে হয় তখনই তাঁর মনে বোধহয় এটাকে জাতীয় সংগীত করবার কথা মনে এসেছিল বায়ান্ন সালে যখন আমরা রবীন্দ্র সংগীত চর্চা করি তখন আমরা কিন্তু ঐ বায়ান্নর পরে পরে শহীদ মিনারে প্রভাতফেরিতে রবীন্দ্র সংগীত গাইতাম এবং এইভাবে রবীন্দ্র সংগীত কিন্তু তখন বেশ চলেছে আরো পরে কেমন যেন একটা অলিখিত বাধা এলো পাকিস্তান আমলের পরে রবীন্দ্র সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' যখন জাতীয় সংগীত হল, তার কিছুকাল পরে দেখা গেল - নানা ধরনের ওঠাপড়া চলছিল , তো সেই সময় গানটা না করে শুধু বাজনা বাজাবার একটা রেওয়াজ শুরু হল আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই পাকিস্তানি মনোভাবটা কাজ করেছে"
সনজীদা খাতুনের ভাষায় -- "৬১ সালে যখন রবীন্দ্র শতবর্ষ হল, ততদিনে আমি সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা কাজেই আমার পক্ষে গান গাওয়া খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল বাইরের অনুষ্ঠানে রেডিওতে গাইতাম শতবর্ষ উপলক্ষে 'তাসের দেশ' নাটক করা হচ্ছিল মঞ্চে গান গাইতে হবে আমি গান গাইতে বসে গেলাম কিন্তু মুখের মধ্যে একটা রুমাল পুরে দিয়ে আমি গান গেয়েছিলাম কারণ আমার গলা চিনে ফেললে আমার সরকারি চাকরিতে অসুবিধা ছিল এই অনুষ্ঠানে গানটা গেয়ে আমি বেরিয়ে আসছি, আহাদ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, "কে গাইলো বলতো? ভালই তো লাগলো" আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম সামনে থেকে কারণ আমি গেয়েছি এটা যদি প্রচার হয়ে যায় তাহলে আমার চাকরিতে অসুবিধে হবে এইসব দিন তখন আমরা পার করেছি তিনি মোট ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাবসম্পদ ,ধ্বনি থেকে কবিতা ,অতীত দিনের স্মৃতি , রবীন্দ্রনাথ বিবিধ সন্ধান ,ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা ,স্বাধীনতার অভিযাত্রা সাহিত্য কথা সংস্কৃতি কথা, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ও জননী জন্মভূমি। শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ।

মুকুল ফৌজে কাজ করেছেন, আবার ছেড়েও দিয়েছেন। তাঁর প্রথম গানের গুরু ছিলেন সোহরাব হোসেন। তাঁর কাছে তিনি শিখেছিলেন নজরুলসংগীত, আধুনিক বাংলা গান এবং পল্লিগীতি। পরে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন হুসনে বানু খানমের কাছে। পরে আরও অনেকের কাছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনসহ কয়েকজন। হৃদয়মথিত সুরের মূর্ছনায় যিনি নিজেকে সঁপেছিলেন রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় তিনি সনজীদা খাতুন। বাংলাদেশের এক বর্ণাঢ্য ও অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি শুদ্ধতার প্রতীক। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত তৈরিতে যে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল তিনি তার সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তিনিকেতনের উচ্চশিক্ষাই শুধু নয়, স্বশিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির নিমগ্নচর্চায় সন্জীদা খাতুন নিজেই এখন একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ড সনজীদা খাতুন।

তসলিমা নাসরিন: নারী আন্দোলনের নতুন সূর্যোদয়

প্রদীপ মারিক

তসলিমা নারী আন্দোলনের নতুন সূর্যোদয়, এই বঙ্গে তিনি ফিরলেই মৌলবাদীরা জব্দ। তসলিমা নাসরিন একদিকে একজন লেখক, চিকিৎসক, অন্যদিকে নারীবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী প্রতিবাদের স্বর। একের পর এক লেখা, কলাম এবং গ্রন্থে তিনি মহিলাদের নিপীড়ন এবং ইসলাম ধর্মের সমালোচনা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। তার প্রতিবাদী কলম ই আসল জাত চিনিয়াছে মৌলবাদীদের। মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখার জন্য বাংলাদেশে ফতোয়া জারি হয়। তাঁর নিজের দেশ থেকে তসলিমাকে বিতাড়িত করা হয়। সেই সময়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু তৎকালীন বাম সরকার তাতে সম্মতি দেয়নি। যদিও, গত বছর জুলাই মাসে ভারতে থাকার রেসিডেন্স পারমিট শেষ হয়ে গিয়েছেল তসলিমার। এর পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানান তসলিমা। সেটি অমিত শাহের মন্ত্রক মঞ্জুর করেছে। সেই তাসলিমা নাসরিন কে পশ্চিমবঙ্গে ফেরাতে চেয়ে বক্তব্য রাখলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতির জেরে বাধ্য হয়ে তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কলকাতায় যখন আসেন সেই সময় তৎকালীন এক কংগ্রেস নেতা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে শমীক বলেন, 'তসলিমার কাছে কলকাতা প্রাণের শহর। তিনি কলকাতায় ফিরে আসতে চান। বাংলায় কথা বলতে চান। বাংলায় কবিতা লিখতে চান। বাংলায় ছদ্ম প্রগতিশীলতার আড়ালে চূড়ান্ত তোষণ, মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন শেষ হোক। তসলিমার প্রত্যাবর্তন হোক।' মৌলবাদীদের তোষণমুক্ত বঙ্গের জন্য তসলিমার প্রাণস্পর্শী তাৎপর্যপূর্ণ কলম ঝলসে উঠুক এটাই চায় সমগ্র বঙ্গ বাসী। শমীক ভট্টাচার্যের উত্থাপিত প্রসঙ্গ কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্যের জন্য নয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাসলিমার কলম বিশ্ব নারীদের জীবনের জয়গান। তাসলিমা বলেছেন, ' রাজ্যসভার সাংসদ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুদাস দাশগুপ্ত ২০০৭ সালে আমাকে নিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন ভারতের সংসদে। আমি তখন সবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত। বাংলার টানে, প্রাণের টানে যে শহরে বসবাস শুরু করেছিলাম, সেই শহর থেকে কখনও যে বিতাড়িত হবে হবে, কল্পনাও করিনি। শ্রদ্ধেয় গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি দাবি জানিয়েছিলেন আমাকে যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে দেওয়া হয়। তারপর দীর্ঘ বছর কোনও রাজনীতিক আমার কলকাতায় ফেরা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। মাঝখানে আকাশ আট টিভি চ্যানেল থেকে সম্প্রচার হতে যাচ্ছিল দুঃসহবাস নামে আমার লেখা যে মেগাসিরিয়ালটি, সেটির সম্প্রচার বর্তমান সরকার বন্ধ করে দেয়। আজ, ১৮ বছর পর রাজ্যসভার সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টির শমীক ভট্টাচার্য আমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবি জানালেন সংসদে। জানিনা, কলকাতায় শেষ পর্যন্ত আমার ফেরা হবে কি না, তবে তিনি যে আমার কথা মনে করেছেন, মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত আমি, বাংলায় লেখালেখি চালিয়ে যেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিবেশে বাস করা আমার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ।' ইসলামিক মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখার জন্য ইসলামের ফতোয়া জারি হয় বাংলাদেশের সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে। স্বদেশ থেকে তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়। সেসময়ে সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান কলকাতায় তিনি এসেছিলেন আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু তৎকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার তাঁকে সেই আশ্রয় দেয়নি। এখান থেকেও বিতাড়িত হতে হয় তসলিমাকে। সেই বিষয়টি তুলে ধরে বামপন্থী-প্রগতিশীলদের আক্রমণ করে রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বললেন, 'প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ইসলাম মৌলবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। আজ তো আমার বামপন্থী বন্ধুদের কাউকে দেখছি না।' রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ দাবি তোলেন, 'তসলিমা নাসরিনকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় ফেরানো হোক।' আপাতত তসলিমা দিল্লির আশ্রয়ে রয়েছেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তাঁর রেসিডেন্স পারমিট শেষ হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তা বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। আবেদন মঞ্জুর করে অমিত শাহর মন্ত্রক। তবে কলকাতায় আর আসেননি তসলিমা। এখন তাঁকেই উপযুক্ত নিরাপত্তা সহকারে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি ই সমগ্র বঙ্গ বাসীদের কথা তুলে ধরলেন। মুসলিম মৌলবাদের কড়া সমালোচক তসলিমা নাসরিনকেই এই বঙ্গে চাই। তসলিমা নাসরিন ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের ময়মনসিংহ শহরে একজন বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তার মা ঈদুল ওয়ারা ছিলেন গৃহিণী এবং পিতা রজব আলী পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পাস করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আনন্দ মোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারী গ্রামীণ হাসপাতালে এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিটফোর্ড হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগে ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যানেসথেসিওলজি বিভাগে চিকিৎসক

হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তেরো বছর বয়স থেকে তসলিমা কবিতা লেখা শুরু করেন। কলেজে পড়ার সময় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেঁজুতি নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তসলিমার কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তার পঞ্চম উপন্যাস লজ্জা প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বাংলাদেশের মুসলিমদের দ্বারা একটি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা করা হয়। এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় একদল ইসলামপন্থী তসলিমার ওপর শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে ও তার এই উপন্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানায়। গ্রন্থমেলা কর্তৃপক্ষ তাকে মেলায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। এই বছর অক্টোবর মাসে কাউন্সিল অব ইসলামিক সোলজার্স নামক এক ইসলামপন্থী সংগঠন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামি ধর্মীয় আইন শরিয়া অবলুপ্তির মাধ্যমে কুরআন সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলে ইসলামপন্থীরা তার ফাঁসির দাবি জানাতে শুরু করে। তিন লাখ ইসলামপন্থীদের একটি জমায়েতে তাকে ইসলামের অবমাননাকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরূপে অভিহিত করে। দেশ জুড়ে তার শাস্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। হাবিবুর রহমান সিলেটে একটি সমাবেশে তার মাথার দাম ৫০ লাখ টাকা ঘোষণা করে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে জনগণের ধর্মীয় ভাবনাকে আঘাত করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয় এবং জামিন-অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সেসময় আলোকচিত্রী শহিদুল আলম সহ বিভিন্ন জনের আশ্রয়ে তিনি দুই মাস লুকিয়ে থাকার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে তার জামিন মঞ্জুর করা হয় এবং তসলিমা বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, তসলিমা অকুতোভয় , আজ এই বঙ্গে তার প্রয়োজন। তিনি বিশ্বের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদের স্বর। এই বঙ্গে যে ভাবে আঞ্চলিক শাসক দল মৌলবাদীদের তোষণ করছে তার বিরুদ্ধে তসলিমার লেখনি গর্জে উঠবে। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য যে ভাবে রাজ্যসভায় বিষয়টি উত্থাপন করলেন সেই বিষয়টি রাজ্য বিধানসভায় ও উত্থাপন করা উচিত তাহলেই হয়তো মৌলবাদীদের তোষণ বন্ধ হবে এবং এই বঙ্গে ফিরিয়ে আনা যাবে তাকে।

আনন্দকথা

আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোনখানে বা কেমন করিয়া হইল — এ-রহস্য ভেদ করিতে মাস্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটে, কিন্তু আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী-প্রতিমার সম্মুখে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন। খাট-বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর; তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরেজীতে লেকচার দেন, সংবাদপত্রে লেখেন, বিষয়কর্ম করেন।

সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ৎও ঠাকুরবাড়ির চাঁদনি। আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনির উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির, দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাইক রেসিংয়ের দৌরাত্ম্যে বলি হলেন এক মহিলা, উত্তেজিত জনতার মার বাইক আরোহীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: বাইক রেসিংয়ের দৌরাত্ম্যে বলি হলেন এক মহিলা। মৃত বছর ৫০ এর অসীমা দাস। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বারাসতের ন'পাড়া কালীবাড়ি মোড় সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় বাইক রেসিং করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মারে আরোহী যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। ঘটনার পরেই এলাকার উত্তেজিত জনতা ঘাতক বাইকে ভাঙচুর চালায়। বাইক আরোহী যুবককে ধরে মারধর করেন উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা। বাইক রেসিংয়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বারাসত থানার পুলিশকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উত্তেজিত এলাকার লোকজন। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলা অসীমা দাসের বাড়ি দত্তপুকুরের মণ্ডলগাছি এলাকায়। তাঁর বড় মেয়ে থাকেন বারাসাতের ন'পাড়ার একটি ফ্ল্যাটে। বৃহস্পতিবার অসীমা মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। রাত আনুমানিক ১০ টার সময় ছোট মেয়েকে নিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিলেন। ওই সময় কলোনি মোড়ের দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া অসীমা দাসকে ধাক্কা মারে। বাইকের ধাক্কায় রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে মাথায় চোট পান। পা ভেঙে দলা পাকিয়ে যায়। মাথা এবং মুখ থেকে অনর্গল রক্তক্ষরণ হয়। বাইক আরোহী যুবকও জখম হয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোট মারাত্মক কিছু নয়। তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে উদ্ধার করে বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই চিকিৎসক অসীমাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরেই উত্তেজিত জনতা ঘাতক বাইকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাইক আরোহীকে ধরে মারধর করেন। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘাতক বাইক আরোহী বারাসাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মালদার মোথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মালদার মোথাবাড়িতে সনাতনীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়া স্টেশন মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

এদিন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা বাঁকুড়া স্টেশন মোড় থেকে মিছিল করে প্রথমে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে ফের স্টেশন মোড় এলাকায় এসে কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। প্রতিবাদী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি রাজ্যের সরকার লাগাতার ভাবে এক সম্প্রদায়কে তোষণ করার ফলেই এভাবে বারংবার আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে সনাতনীদের। অবিলম্বে এই আক্রমণ বন্ধ না হলে এবং মালদার মোথাবাড়ির ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে সেক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

SBI এসবিআই দাঁতন শাখা (০৪৭৮২)
গ্রাম - ডাউলিয়া, পো: দাঁতন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৬, মেল আইডি : sbi.04782@sbi.co.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রের ২৭.০৩.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তি শীর্ষক বিজ্ঞাপনের ২য় অনুচ্ছেদে **হোম লোন এ/সি নং : ৩৫৫৫৪৭২৯৩২৯ (আইএইচএলএস)** তারিখ ০৮.০২.২০১৬, শ্রী বীরেন্দ্র ভড়র মায়ের নামে দলিল-এর পরিবর্তে মূল দলিল হারিয়েছে পড়তে হবে, **এসবিআই দাঁতন শাখার** হেফাজত থেকে। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

শাখা ম্যানেজার
এসবিআই দাঁতন শাখা
তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক pnb punjab national bank
হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণী, ইউনাইটেড টাওয়ার, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট - ৪, (রুল-৮(১))

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ (নিচে বিস্তারিত) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।

(১) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তি/সমূহ স্বত্ব দখল করেছেন।

(২) ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন নিম্নোক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনওরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শাখা : ভবানীপুর কলকাতা (ইওবিসি) শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : - পাপিয়া রানি দাস,** স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার দাস, **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রদীপ কুমার দাস,** পিতা ধীরেন্দ্র নাথ দাস **উভয়ের ঠিকানা :** মুরালি পশ্চিম, পো : বামনগাছি, থানা : দত্তপুকুর, বারাসত-১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৮।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ২০৯৫ বর্গফুট কমবেশি, মুরালি পশ্চিম, পো : বামনগাছি, থানা : দত্তপুকুর, বারাসত-১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৮, মৌজা : মুরালি, জেএল নং ৯৯, এলআর দাগ নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১০১১, সম্পত্তি শ্রী প্রদীপ কুমার দাস, পিতা ধীরেন্দ্র নাথ দাস এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : অশোক কাপাসি এর ভবন ; পূর্বে : বিমল দাসের ভবন ; পশ্চিমে : মুক্তি মন্ডলের ভবন।	**ক) ১৭.০১.২০২৫ খ) ২৬.০৩.২০২৫ গ) ২০,৯৮,২৫৩.৬১ টাকা** (কুড়ি লাখ আটানব্বই হাজার দুশো তিপান্ন টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫
স্থান : বারাসত
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রাম

কম্পন অনুভূত হল সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভূমিকম্পে আকস্মিক কেঁপে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রাম। সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় কম্পন অনুভূত হয় শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ। কম্পন অনুভব হতেই বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মহিলারা উলু ও শঙ্খধ্বনি করতে থাকেন। পুকুর বা জলাশয়ের জেলের উঠানামা দেখতে ভিড় জমায়।

শুক্রবার মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সেই ভূমিকম্পের জের ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ভূমিকম্পন অনুভূত হয়। সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সন্দেশখালি, খুলনা, ঢোলখালি, ঠাকুরানি, মণিপুর, কোড়াকাঠি ও ধামাখালি গ্রামে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বাড়িঘর দুলতে থাকে। পুকুরের জল ও দোল খেতে থাকে। নদীর জলও কাঁপতে থাকে। বাসিন্দাদের দাবি, কয়েকটি ধাপে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। অতীতে ভূমিকম্প হলেও তা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু এবার ভূমিকম্প প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলতে থাকে।

সন্দেশখালির সানডেল বিল এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা, জিয়াউল আলি বলেন, 'আমার প্রায় ৮০ বছর বয়স। অতীতে বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভব করেছি। কিন্তু এবার প্রথম দেখলাম যে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ভূমিকম্প চলছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা একটু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।' সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো জানান, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।

বেহাল রাস্তার জন্য গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকলের গাড়ি

প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২০১৭ সালের বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল এলাকার একমাত্র চলাচলের উপযোগ্য রাস্তা। প্রায় দেড় কিলোমিটার বেহাল রাস্তার জন্য গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকলের গাড়ি। যার ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের। শুধু তাই নয়, বর্ষার সময় রীতিমতো হাতে জুতো নিয়েই এতটা পথ গ্রামবাসীদের চলাচল করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা থাকার কারণেই শুক্রবার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দারা। এদিন বেহাল রাস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরির দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা।

এদিকে এই বেহাল রাস্তা সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। তিনি বলেন, বিষয়টি শুনেছি। গ্রামবাসীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দ্রুত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ফুলহর নদী সংলগ্ন বন্যা কবলিত এলাকা চাঁদপুর। দশ বছর আগে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মধ্য দক্ষিণ চাঁদপুর এলাকায় খাড়ির দুইপাশে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যাতে জলের তোরে রাস্তা ভেঙে ধ্বসে যায়। তারপর থেকেই নেই রাস্তা।

ইসলামপুর অঞ্চল কমিটির কংগ্রেস দলের সভাপতি আব্দুল সোভান জানিয়েছেন, গ্রামবাসীরা যে দাবি করেছেন তা একদম সঠিক। আমরা চাই দ্রুত নতুনভাবে রাস্তাটি গড়ে তোলা হোক।

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্য মাসুদ আলি জানিয়েছেন, চাঁদপুর, মধ্যপাড়া এবং দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের চলাচলের একমাত্র এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে রয়েছে। বিষয়টি গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতকে জানিয়েছেন। দ্রুত ওই এলাকার রাস্তাটি যাতে তৈরি করা হয়, সেব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

আরামবাগে জমির জল নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে পথ অবরোধ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জমিতে জল দেওয়ার জন্য জল নিকাশি ব্যবস্থা করা হয় ছোট কালভার্টের মাধ্যমে। কিন্তু তাতে জলই নিকাশি হচ্ছে না। ফলে চাষ বাসে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাই অবিলম্বে এই এলাকায় হয় বড় কালভার্ট করতে হবে না হয় পাকার সেতু নির্মাণ করতে হবে। তবেই এলাকার চাষিরা বাঁচবেন। বিষয়টি বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। তাই এবারে পাকার সেতুর দাবিতে এলাকার চাষিরা একযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। আরামবাগ বন্দর রুটে রামনগর এলাকায় এই অবরোধ করেন চাষিরা। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলে। পরে অবশ্য খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ আসে। অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করে তারা। তখন পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় গ্রামবাসীদের। পুলিশের আশ্বাসেই এই অবরোধ উঠে যায়।

এলাকার চাষিদের অভিযোগ, এই এলাকায় জমিতে দু'তিন বার চাষ বাস হয়। কিন্তু জলের সমস্যা প্রবল। তার জন্য জল নিকাশি ব্যবস্থা করা হয় ছোটখাটো খালের মাধ্যমে। কিন্তু আরামবাগের এই এলাকায় যে স্থান দিয়ে জল পাশ হয় সেই স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই একটা ছোট কালভার্ট তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা থেকেই গিয়েছে। চাষিরা প্রয়োজন মতো জল পাচ্ছেন না। তাই আমরা এই এলাকায় একটা পাকা সেতুর দাবি করছি।

এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি
(ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা ট্রাস্ট এর সার্বিক অধীনস্থ সংস্থা)
(পূর্বতন পরিচিত ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা প্রোজেক্টস (প্রা) লি)

সাধারণ নোটিশ

বালিভাশা টোল প্লাজায় সংশোধিত ফি (টোল) হার এর জন্য প্রযোজ্য ০১.০৪.২০২৫ তারিখ ০০:০০:০০ থেকে

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, সংশোধিত ফি এর হার উল্লেখ্য পত্র নং ১২০৪০/টোল/এনএইচএআই/পিআইইউ(কেজিপি)/২০২৪-২৫ তারিখ ২৭.০৩.২০২৫-এনএইচএআই, নিম্নোক্ত ফি আদায় চার লেন সেকশন চিচড়া-খড়গপুর -এনএইচ-৪৯ (পুরানো এনএইচ-৬) কিমি ১৬-১৩০ থেকে ৭২-২৫০, বালিভাশা টোল প্লাজা, পশ্চিমবঙ্গ, ০১.০৪.২০২৫ ০০:০০ থেকে কার্যকর হবে :-

ক্রম নং	যানবাহনের প্রকার	একতরফা ভ্রমণের ভাড়া (টাকা)	একই দিনে ফিরে আসার জন্য ভাড়া (টাকা)	মাসিক ৫০ একটি যাত্রার জন্য মাসিক ফি (টাকা)	প্লাজা-র জেলায় নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনের ভাড়া (জাতীয় পারমিট অধীন চলাচলকারী যান ব্যতীত) (টাকা)
১	গাড়ি, জিপ, ভ্যান বা এলএমভি	৯৫	১৪০	৩১২০	৪৫
২	এলসিভি, এলজিভি, বা মিনি বাস	১৫০	২২৫	৫০৪০	৭৫
৩	বাস বা ট্রাক (দুই অ্যাক্সেল)	৩১৫	৪৭৫	১০৫৬৫	১৬০
৪	তিন-অ্যাক্সেল বাণিজ্যিক যানবাহন	৩৪৫	৫২০	১১৫২৫	১৭৫
৫	এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অ্যাক্সেল)	৪৯৫	৭৪৫	১৬৫৬৫	২৫০
৬	ওভারসিজড যানবাহন (সাত বা তারও বেশি অ্যাক্সেল)	৬০৫	৯১০	২০১৭০	৩০৫

দ্রষ্টব্য : মেকানিক্যাল ভেহিকেল এর মালিকের জন্য মাসিক পাস করার হার অবাণিজ্যিক কারণে এবং বসবাসকারী টোল প্লাজার ২০ কিমির মধ্যে ৩৫০ টাকা ২০২৫-২৬, সালের জন্য এবং প্রতি বছর সংশোধনী সাপেক্ষে ন্যাশনাল হাইওয়েজ ফি (ডিটারমিনেশন অব রেটস অ্যান্ড কালেকশন) রুলসের ২০০৮ সংস্থান অধীনে।

যোগাযোগের ঠিকানা : এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি
রেজিস্টার্ড অফিস : এনএইচএআই বিল্ডিং জি - ৫ এবং ৬, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
ফোন : ০১১-২৫০৭৬৫৩৬, ফ্যাক্স : ২৫০৭৬৫৩৬, ইমেল : neppl@nhit.co.in

শুধু রাস্তা নয়, দেশ গঠন

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১০.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে** ১৭.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **৩১,০০,০০৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ সাত টাকা) ২২.০২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং খরচ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **রাধা কানাইয়া অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বা প্রয়াত প্রয়াগ যাদব (প্রয়াত)** পিতা লাখো যাদব, প্রয়াত প্রয়াগ যাদবের আইনি উত্তরাধিকারীগণ - **১) শ্রীমতী উমা দেবী ২) শ্রী রাম কৃষ্ণ যাদব ৩) শ্রী প্রদীপ কুমার যাদব ৪) শ্রী রাজু যাদব ৫) শ্রীমতী মমতা যাদব (বিবাহিত) ৬) শ্রীমতী সুনীতা যাদব (বিবাহিত)** এদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১ : ৩১,৯০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৩,১৯,০০০.০০ টাকা**
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এইচ/৪, ষষ্ঠতলে, (জি-৫) বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে, পরিচিত অর্ঘ্য হাউসিং কমপ্লেক্স এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ , লিফট, সিঁড়ি, চাতাল ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত আর এন রোড, মৌজা : সান্তা, জেএল নং ২০, প্লট/দাগ নং ৩৮৫১ (অংশ), হোল্ডিং নং ১৪/৩৭৫/১৪, পো : আসানসোল, থানা : হরিদেবপুর, এডিএসআর- আসানসোল, পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ৫২, আসানসোল পৌর নিগম অধিক্ষেত্রে, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, (পশ্চিমবঙ্গ) ৭১৩৩০৪। **স্বত্ব দলিল নং ১-৭৩১৬-২০০৯ সালের-এডিএসআর আসানসোল।**

চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা ; দক্ষিণে : চলার পথ এবং সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং বি/৪; পূর্বে : ফ্ল্যাট নং সি/৪, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২৯.০৩.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

Chola
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস ঠিকানা : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (কেবল ই-ডাক মাধ্যমে বিক্রয়)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে **কলাম (এ)** তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (অবশ্যই) **কলাম (সি)** তে বর্ণিত দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক কার্যকরী/স্বত্ব দখলীকৃত যা **কলাম (ডি)** তে বর্ণিত **চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর অনুমোদিত হাউজিং অফিসার কর্তৃক "যেখানে যেমন আছে" "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নে বর্ণিত মতে : ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/আইনী উত্তরাধিকারী, আইনগত প্রতিনিধি (পরিচিত বা অপরিচিত), নির্বাহক(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরাধিকারী(গণ) এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ) এর (প্রয়াত) প্রতিনিধিগণদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে **কলাম (এ)** তে উল্লেখিত মতে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, যেমন **https://www.cholamandalam.com** এবং **www.auctionfocus.in**।

	(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)	(ই)/(এফ)	জি
ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং, এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম	বকেয়া আদায় করতে হবে (জামিনদত্ত ঋণ)	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা) / বায়না জমা (টাকা)	নিলামের তারিখ এবং সময়
১	**লোন অ্যাকাউন্ট নং : LAP3KKT000051240** **ঋণগ্রহীতা এবং সহ ঋণগ্রহীতা :-** **শ্রী/শ্রীমতি অমৃত কুমার মাল** **শ্রী/শ্রীমতি নমিতা মাল** **উভয়ের সাকিন :** ০০৮৬ উত্তর দাউকি, পশ্চিম বামুনিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, মাঝিলাপুর বীরেন্দ্র বৈদ্য স্কুলের নিকট, বড়বান্তালিয়া ৭২১৪৫০। মোবাইল নং ৯৯৩৩৫৯০৫৯৭ **উভয়ের সাকিন :** মৌজা উত্তর দেবীপুর, জেএল নং ৫৪৯, তৌজি নং ২৭১৬, হাল নং ৩২ আরএস খতিয়ান নং ৫৩৭ ১৮০ ৮৬ , বীরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ কাঁথি এর নিকট-৭২১৪০১; মোবাইল নং : ৯৯৩৩৫৯০৫৯৭।	**২৯,৪১,০৮১ টাকা (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার একাশি টাকা) ২৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত**	জমির পরিমাণ ৪.১০৯ ডেসিমেল , দাগ নং ৬৫৯, ৬৫৯/৭৭৫ এবং ৬৬৬, অবস্থিত মৌজা : উত্তর দাউকি, জেএল নং ৫৪৯, তৌজি নং ২৭১৬, থানা : জনপুট (কাঁথি), পো : দক্ষিণ দাউকি, বামুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ।	কার্যকরী	**৩৭,৭০,০০০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা)** / **৩,৭৭,০০০ টাকা (তিন লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা)**	৩০.০৪.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

১) পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৮.০৪.২০২৫
২) ন্যূনতম ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০ টাকা
৩) ডাক/ইএমডি/অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধপত্র জমার শেষ তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

* ঋণচুক্তি মোতাবেক পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা উশুল হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে হবে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জন্য অনুগ্রহ করে জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইট https://www.cholamandalam.com এবং www.auctionfocus.in দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতারা শ্রী আশুতোষ প্যাটেল এর সঙ্গে মোবাইল নং ৯৫৮৯২২৭৪৫৫, ই-মেল আইডি : ashutoshpa@chola.murugappa.com/ শ্রী মহ আবদুল কোয়াই ৭৩০৫৯৯০৮৭২ নং এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার জন্য অবহিতকরণ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম/সভা") **মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায়** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলি সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলারস তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলারস' হিসাবে পরিচিত) জারি করা এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে তার বিশদ বিবরণ। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২. অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সম্বলিত কোম্পানির ইজিএম নোটিশ বিবৃতি সহ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থায় নিবন্ধিত রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। পূর্বোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট **www.evotingnsdl.com** তেও উপলব্ধ থাকবে।

৩. ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে ইজিএম নোটিশ গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে :

১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র, ফোলিও নং, মোবাইল নম্বর এবং সদস্যের ইমেল-আইডি;
২. শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের স্ব-প্রত্যায়িত অনুলিপি;
৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও ঠিকানা প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যায়িত অনুলিপি।

৪. ডিমেটারিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য।

৫. **ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি:**
ইজিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল রেজোলিউশনে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') সরবরাহ করবে। অধিকন্তু, সংস্থাটি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেয়নি তাদের জন্য ইজিএম চলাকালীন/ইজিএম এর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে নিবন্ধভুক্ত নয় তারা ইজিএমের নোটিসে এর প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে ইজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য দেওয়া এবং সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ মার্চ ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, জিডি - ৩৭৭- ৩৭৮, দ্বিতীয় ফ্লোর, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে পলিসি নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীগনের নাম	সেভি. অ্যাকা. নং	বকেয়া পরিমানের বিশদ টাকায়	লকারের বকেয়া যখন থেকে
১	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বড়বাজার (৪১৬) শাখা	শর্মা কিষাণ কুমার	৯৯১১৮৮৯২৫০	৭০৫৫৬/-	৩০/০৬/২০০৯
২		চৌধুরী নির্মল কুমার	৯৯১২০০৩৩৬৪	৬২২৪৫/-	৩০/০৬/২০২০
৩		আগরওয়ালা সত্য নারায়ণ	৯৯১২০৭৭৮৩৬	৩৭৩২৬/-	৩০/০৬/২০২২
৪		বাসদেও বাজাজ	৯৯১১৮৫৯৫০৯	৩১৩৭১/-	২৯/০১/১৯৯৩
৫		বিদ্যা দেবী রথী	৯৯১১৮৯২৬২৬	২৮৩৩৮/-	২০/০৮/২০০৩
৬		আঁচি দেবী গুপ্তা	৯৯১১৮৫৩৯৯৩	২৫৬৭৬/-	৩০/০৬/২০০৫
৭		মিমানি শ্রী কুমার	৯৯১১৮৮৬৬৩৪	১৯৪২৪/-	৩০/০৬/২০০৮
৮		নভ রতন বিনানী	৯৯১১৮০৮৪১৮	১৮৩০০/-	৩০/০৬/২০১৫
৯		জয় কুমার সারাওগী	৯৯১১৭১১৬১৮	১৭২৭৪/-	৩০/০৬/২০১৬
১০		শর্মা রমেশ কুমার	৯৯১১৭২৯৮৮৫	১৫৫৪৯/-	৩০/০৬/২০১৭
১১		বিমলা দেবী দিদওয়ানিয়া	৯৯১১৭৩০৫৭৩	১৫৫৪৯/-	৩০/০৬/২০১৭
১২		মোহতা ঘনশ্যাম দাস	৯৯১১৮১৩০১৯	১৪২৮৫/-	৩০/০৬/২০১৭
১৩		কান্দোই কুমার সঞ্জয়	৯৯১১৮৯২৬৯৩	১৩৯০০/-	৩০/০৬/২০১৭
১৪		সেথিয়া পঙ্কজ	৯৯১১৭৭৮৫৬১	১৩৮২৪/-	৩০/০৬/২০১৮
১৫		কৃষ্ণ কুমারী সোনি	৯৯১১৮৫৩৬১৯	১৩৮২৪/-	৩০/০৬/২০১৮
১৬		সরলা দেবী ঝাওয়ার	৯৯১১৮ ৮২৭০৯	১৩ ৮২৪/-	৩০/০৬ /২০১৮
১৭		আগরওয়াল স্বরমাল	৯৯১১৮৯২৭৫১	১২০৯৯/-	৩০/০৬/২০১৯
১৮		চাঁদ রতন ঝাওয়ার	৯৯১১৮৮২৪৩৭	১২০৪৭/-	৩০/০৬/২০১৯
১৯		সুরেশ কুমার চৌধুরি	৯৯১১৭৮৮২১৮	১০৩৭৪/-	৩০/০৬/২০২০
২০		শারদা দেবী আগরওয়াল	৯৯১১৮৮৩৩২৭	১০৩৭৪/-	৩০/০৬/২০২০
২১		শ্রী দীক্ষিত মুলচাঁদ	৯৯১১৮৫২৫৮২	৮৬০৪/-	৩০/০৬/২০২১
২২	মাকড়দহ শাখা	ঝর্ণা দাস	৪৫০০৬৪১৯২৪	১০৯৩৯/-	৩০.০৬.২০২১
২৩		রবীন্দ্রনাথ মন্ডল	৪৫০০৬৪২৩৩৮	১৪৬৫১/-	৩০.০৬.২০২১
২৪		কৃষ্ণ ধন পারুই	৪৫০০৬৪১৯০২	৫১৮৭/-	৩০.০৬.২০২২
২৫		কৃষ্ণ ধন পারুই	৪৫০০৬৪২০৪৩	১৪৬৫১/-	৩০.০৬.২০২১
২৬		গায়ত্রী ঘোষ	৪৫০০৬৪২১৯০	৭০৩০/-	৩০.০৬.২০২১
২৭	বি.টি. রোড শাখা	রঞ্জন চক্রবর্তী	৯৯১১৯১৭২৫৬	২৪৩১২/-	৩০/০৬/২০১২
২৮		সপন রায় চৌধুরী	৯৯১২০০৬৩৮৭	৩২৯৫৪/-	৩০/০৬/২০০২
২৯		বাবুল কুমার পাল	৯৯১১৯১৭৩৪৭	২৬৯৫২/-	৩০/০৬/২০০৯
৩০		কণিকা হালদার	৯৯১১৮৫০৬৬৩	১৭৬৯৫/-	৩০/০৬/২০১৭
৩১		বনানী বসু	৯৯১২০০৯০৪৮	২৯৫৩৮/-	৩০/০৬/২০০৭

তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫, স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শাসকদলের ১২ জনের কারাদণ্ড, শর্তসাপেক্ষে জামিন কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতের রায়ে বিডিএ চেয়ারম্যান এবং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সহ মোট ১৩ জনের সাজা ঘোষণার পর পূর্ব বর্ধমান জেলায় রাজনীতিতে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি তথা বিডিএ চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্তকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তাঁর আইনজীবী শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে জামিনের আবেদন জানালে বিচারক তাঁকে জামিন দেন শর্তসাপেক্ষে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বর্ধমান-১ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য সহ ১২ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই রায়ের ফলে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়

শুক্রবার। সাজাপ্রাপ্তদের আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। ১৩ জন অভিযুক্তরা হলেন ১.কাকলি গুপ্ত, ২. অনুপ কুমার মণ্ডল, ৩. মানস ভট্টাচার্য, ৪. এসকে চান্দু, ৫. এসকে জামাল, ৬. কার্তিক বাগ, ৭. গণেশ বাগ, ৮. অনিল বাগ ৯. এসকে মুক্তার, ১০. সঞ্জীব প্রসাদ, ১১. সম্ভু সিং, ১২. আতিকুল রহমান এবং ১৩. সজল শর্মা। ৩৪১/৩২৬/৩০৭/৩৪ আইপিসি এবং তারা সিআরপিসির ধারা ২৩৫ (২) এর বিধানের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে নেওয়া হয় এবং তাদের জামিন-বন্ড বাতিল করা হয়।

মোট ১৫জন অভিযুক্তদের মধ্যে দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি যেমন দেবরাজ সিং এবং ভীম সিং ৩৪১/৩২৬/৩০৭/৩৪ আইপিসি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে দোষী নন। তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৫(১) এর অধীনে বেকসুর খালাস পায় এবং একবারে মুক্তি পায়। প্রসঙ্গত; এক তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গত সোমবার বেশ কয়েকজন বড় তৃণমূল নেতাকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালতের বিচারক। এদের মধ্যে ছিল বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান ১ ব্লকের সভাপতি কাকলি তা গুপ্ত, যুব নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবার শুনানির দিন থাকলেও। দিন বদলাতে থাকে। অবশেষে শুক্রবার শুনানি হয়।

জানা গিয়েছে, বিগত ৫.৯.২০১৭ সালে পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় আহত হন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসেরই পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পাল। তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল ৬.৯.২০১৭ তারিখে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, শাসকদলের ক্ষমতাসীন জীবন পালকে বেধড়ক মারধর করে। তাঁর চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। সোমবার ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এই মামলায় ১৩ জনকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। বাকি দু'জন বেকসুর খালাস হন। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন কাকলি তা গুপ্ত, মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ আরও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। শুক্রবার বিকেলে রায়দান হওয়ার পর কাকলি তা গুপ্তের আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস আদালতে জামিনের আবেদন জানালে শর্ত সাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক অরবিন্দ মিশ্র।

বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের বদলে আবর্জনা ফেলা হবে বৈদ্যবাটিতে

বনস্পতি দে ● হুগলি

হাওড়ার বর্জ্য নিতে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছে বৈদ্যবাটি পুর কর্তৃপক্ষ। জঞ্জাল সরানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড় নিয়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, তখনই এগিয়ে এল হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভা। বৈদ্যবাটি পুরসভার ৫২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট। সেখানে প্রতদিন ৫০০-৬০০ টন বর্জ্য জমা পড়ে। বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের পরিবর্তে আবর্জনা ফেলা হবে হুগলির বৈদ্যবাটিতে। সেখানে প্রায় আড়াইশো মেট্রিক টন আবর্জনাকে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলার পরেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বৈদ্যবাটি পুরসভা।

হুগলির বৈদ্যবাটিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টে মোট সাতটি পুরসভার কঠিন বর্জ্য পদার্থ এসে জমা হয়। সেখান থেকে বর্জ্য রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরি করা হয়। ফলত, পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়ার বর্জ্য নিয়ে আসা হলে শুধুমাত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পড়ে না থেকে সেই বর্জ্য পদার্থকে রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে কাজে লাগানো হবে।

এমনটাই জানানো হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে।

বৈদ্যবাটি পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু বলেন, 'পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঘোষণার পর থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে বৈদ্যবাটি পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে। কঠিন বর্জ্য পদার্থ যা এখানে আনা হবে সেই জায়গাও প্রস্তুত করা হয়েছে।' তিনি জানান, এখানে যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ আবর্জনা রিসাইকেল করা যায়। সাতটি পুরসভার আবর্জনা বৈদ্যবাটি প্ল্যান্টে জমা হয়। তাই হাওড়ার আবর্জনা এলেও অসুবিধা হবে না।

সরকারি দামে লাভের বদলে ক্ষতির মুখে পড়ার অভিযোগ আলুচাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিগত কয়েক বছর ধরে আলু চাষে ব্যাপক হারে ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলু চাষিরা। সরকারি দামে লাভ তো দূরের কথা, বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলুচাষিরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে। বস্তা-প্রতি যা কৃষকদের যা দাম দেওয়া হচ্ছে, তাতে ক্রমশ বাড়ছে ক্ষোভ। তাই তাঁদের দাবি ছিল, ধানের মতো আলুরও সহায়ক মূল্য নির্ধারন করুক সরকার। সেই সঙ্গে ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছিলেন কৃষকরা।

বিঘা প্রতি ক্ষতির পরিমাণ ৭৫০ টাকা। সরকারের সহায়ক মূল্য নিয়েই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কৃষক মহলে। কৃষকদের হিসেব বলছে, আলুর উৎপাদন খরচ বস্তা পিছু ৪৬৫ টাকা। আর সেই বস্তা সরকার কিনছে ৪৫০ টাকায়। অর্থাৎ চাষিদের ক্ষতি হচ্ছে বস্তা পিছু ১৫ টাকা করে। চলতি বছরে গড়ে বিঘা প্রতি আলু উৎপাদন হয়েছে ৮০ বস্তা (৫০ কেজি)। গড়ে সেই আলুর উৎপাদন খরচ বস্তা পিছু ৪৪০ টাকা। তার সঙ্গে রয়েছে বস্তার দাম, বাছাই খরচ এবং হিমঘর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার খরচ। সব মিলিয়ে অতিরিক্ত ২৫ টাকা করে খরচ পড়ে বস্তা পিছু।

অর্থাৎ বস্তা প্রতি সব মিলিয়ে খরচ দাঁড়াচ্ছে ৪৬৫ টাকা করে। কিন্তু সরকার হিমঘর থেকে চাষিদের থেকে আলু কিনবে ৪৫০ টাকায়। আর তাতেই বিঘা প্রতি ক্ষতি হচ্ছে ৭৫০ টাকা করে। তিন মাস ধরে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার ওপর খরচ করে এক বিঘা জমিতে চাষ করেন কৃষকরা। আর অভিযোগ, সেখানে লাভের বদলে উলটে বিঘা প্রতি ক্ষতি হচ্ছে ৭৫০ টাকা করে।

অন্যদিকে, ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানিতে এখনও জারি আছে নিষেধাজ্ঞা ফলে ব্যবসায়ীদের আলু কেনার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা আলু না কিনলে আলুর দাম নিম্নমুখীই থাকবে ফলে বর্তমানে ব্যাপক ক্ষতির মুখে আলুচাষিরা। তবে সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের যুক্তি, ব্যবসায়ীরা যাতে চাষিদের থেকে কম দামে আলু কিনতে না পারে, তার জন্যই সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে চাষিদেরই লাভ। কৃষি দপ্তরের এই যুক্তিকে হাস্যকর বলে দাবি আলু ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বক্তব্য, ভিনরাজ্যে রফতানি বন্ধ রাখলে কোনও মতেই চাষিরা লাভের মুখ দেখতে পাবেন না।

বাংলার বাড়ি প্রকল্প

টাকা পেয়েও ঘর নির্মাণ না হওয়া উপভোক্তাদের চিহ্নিত, সতর্ক বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ৫২০০ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা পেয়েছে। অধিকাংশ মানুষ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেও বেশ কিছু উপভোক্তা এখনও শুরুই করেনি বাড়ি তৈরির কাজ।

এবার তাদেরকে সচেতন করতে বিষ্ণুপুর ব্লকের চৌকান গ্রামের ছুটির দিনেও হাজির বিডিও। এই সমস্ত উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ করে সতর্ক করলেন জানতে চাইলেন কেন তারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি। বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবে না কেউ এমনটাই করা বার্তা বিডিওর। বিডিওকে দেখে উপভোক্তারা নানান অজুহাত দেখাতে শুরু করে। পাশাপাশি উপভোক্তাদের দাবি, অতি শীঘ্রই তারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করবে।

অন্যদিকে বিডিও জানান, ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বাড়ি তৈরি লিন্টন পর্যন্ত কমপ্লিট করতে হবে। সাত দিন পরে তিনি আবার এসে পরিদর্শন করে যাবেন। পাশাপাশি বিডিও সাহেব জানান উপভোক্তাদের অতি দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করার কথা বলা হল। এমনকি উপভোক্তাদের সহযোগীতার জন্য কিভাবে বাড়ি তৈরি করতে হবে সেই বিষয়েও কথা বলা হয়েছে উপভোক্তাদের সঙ্গে। প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হবে তারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করছে কিনা।

পাশাপাশি চৌকান গ্রামে এসে হঠাৎ করেই বিডিওর সঙ্গে দেখা স্থানীয় মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সাথে তাকেও দার করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এলাকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজের গতিপ্রকৃতি। পাশাপাশি প্রধান ম্যাডামকেও বিডিও বলেন, এলাকায় উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির কাজ তদারকি করতে।

সিএসপি কাউন্টারে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠ, পালানোয় বাধায় গুলি দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দিনে দুপুরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল পুরুলিয়ার বলরামপুরে। জানা গিয়েছে, বলরামপুর থানার শালবনি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের সিএসপি কাউন্টারে ঢুকে দুষ্কৃতীরা। তারা সিএসপি মালিককে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা সহ ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সিএসপি মালিক সচিনন্দন পাঠক জানান, তিন জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা সহ ব্যাগ ছিনতাই করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। পতিডি চন্ডীতলা শিক্ষা নিকেতনের (উচ্চ মাধ্যমিক)সামনে দুষ্কৃতীরা এলাকায় জনসাধারণের বাধার মুখে পড়লে, বাইক সহ রাস্তার পাশে পড়ে যায় তিন দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার্স দুষ্কৃতীদের বাধা দিলে

তারা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে মাটিতে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইকে চেপে বলরামপুরের দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

দুষ্কৃতীদের খোঁজে বলরামপুর থানার পুলিশ জোরদার তদন্ত শুরু করেছে, পাশাপাশি বিভিন্ন নাকা পয়েন্ট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করে সমস্ত যানবাহন তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তিনজন দুষ্কৃতি একটি বাইকে এসেছিল পতিডি চন্ডিতলা শিক্ষা নিকেতনের পাশে তারা পড়ে গেলে সিভিক ভলেন্টিয়ার তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে,ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় দুষ্কৃতি এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার এর মধ্যে। সেই সময় দুষ্কৃতীরা এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আছে বলরামপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় গুলির খোল। দিনে দুপুরে দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে প্রশ্ন উঠছে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সিএসপি কাউন্টারে সিসি ক্যামেরা না থাকার বিষয়টি নিয়েও। দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশি তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শান্তিপুর: এক অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তথা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। চিকিৎসার খরচের জন্য সোনা বন্ধক রেখে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হলে। সুদ সহ টাকা পরিশোধ করলেও সোনা ফিরিয়ে নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় ১ ব্যক্তিকে। ঘটনায় থানার দ্বারস্থ অভিযোগকারী ব্যক্তি।

নদিয়ার শান্তিপুর থানার নিকুঞ্জ নগর এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত দত্ত। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগে আক্রান্ত, তিনবার তার অস্ত্রোপচার হওয়ার কারণে তিনি খুবই অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য বাড়ির ব্যবহারিত সোনা বন্ধক রেখেছিলেন নদীয়ার শান্তিপুরের একটি বেসরকারি ব্যাংকে। নিগৃহীত ব্যক্তি অভিযোগ, প্রায় ২৫ গ্রাম সোনা বন্দক রেখে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। গত ১০ মাস আগে ঋণ নেওয়ার পরে বৃহস্পতিবার ৯০ হাজার ৬৫৯ টাকা সুদ সহ পরিশোধ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই টাকা জমা নেওয়ার পর সোনা ব্যাংকে নেই বলে সাফ জানিয়ে দেন ওই ব্যক্তিকে। তারপরেই অসুস্থ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়রানির শিকার হতে হয় রঞ্জিতবাবুকে।

তাঁর আরও অভিযোগ, ব্যাংকের ২ জন কর্মী বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয় পরিবারকে। এই ঘটনার পর থেকেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রঞ্জিত দত্ত। কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে শুক্রবার শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হন। সেখানে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে পুলিশ তাকে আশ্বস্ত করে। স্বাভাবিক ভাবেই এমত পরিস্থিতিতে কোনও কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না রঞ্জিতবাবু। এখন পুলিশ প্রশাসনের ওপরেই আস্থা ছাড়া কোনও উপায় নেই তাঁর বলে জানিয়েছেন তিনি।

মমতা চিরদিনই মিথ্যা কথা বলেন : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফর নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার খড়গপুরে মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফরকে সামনে রেখে আরজিকর, রাজ্যের শিল্পায়ন, রামনবমী সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা।

আরজি কর প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমি আগেই বলেছিলাম লন্ডনে যাচ্ছেন ভালো কথা, কিন্তু আরজিকর নিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেবেন সেটাও ঠিক করে যান। কারণ আমরা জানি উনার কাছে ওই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কারণ, লেনা তো দেনা পড় গেয়া। উনি গেলেন, ব্রিটিশদের এত প্রশংসা করলেন কিন্তু কোনও লাভ হল না। মমতা ব্যানার্জি ভেবেছিলেন, ব্রিটিশদের প্রশংসা করলে পশ্চিমবাংলায় টাকা চলে আসবে। কিন্তু তাদেরই তো ভাঁড়ে মা ভবানী, তারা কিভাবে পশ্চিমবাংলায় ইনভেস্ট করবে?

সাংবাদিকেরা বলেন, হিন্দুদের সুরক্ষার প্রশ্ন উঠেছিল অক্সফোর্ডে। এ প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন? দিলীপ ঘোষ বলেন, হিন্দু সুরক্ষার প্রশ্নে

মমতার কাছে কোনও উত্তর নেই। এ রাজ্যে ধমকে চমকে তিনি চালাচ্ছেন। হাতের বুম ফেলে দিয়ে সাংবাদিকদের বের করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওখানে তো সেটা হবে না। তাই তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার ছিল। আসলে মমতা ব্যানার্জি মোদির মতো নেতা হতে চাইছেন। কার সঙ্গে কার তুলনা। নেতাজির সঙ্গে পেঁয়াজির তুলনা করা যায় কি?

রাম নবমীতে আক্রমণ হলে বিজেপির পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, অবশ্যই থানা ঘেরাও করা হবে। হিন্দুদের কর্মসূচিতে ইট পড়লে, মারধর করা হলে প্রতিবাদ তো হবেই। পরশুদিন মালদায় হিন্দুদের কর্মসূচি হয়েছে। ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মন্দির এমনকী থানাও ভাঙা হয়েছে। তাই এই সরকারের উপর কিভাবে ভরসা করা যায়? এই সরকার সুরক্ষা দিতে পারবে না বলেই তো আমরা প্রস্তুত হয়েই বেরবো।

দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেড়া করতে জমি দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজনাথ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় নবান্নে এসে রাজ্যকে জমি দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। তখন মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, আমি জমি দিতে পারব না। আপনি জমি কিনে নিন। অথচ তৃণমূলের লোকেরা এখন রেলের জমি, সরকারের খাস জমি, নদী, খাল বিল সব দখল করে নিচ্ছে। দেশের সুরক্ষার জন্য উনি জমি দিতে পারবেন না। এ ভাবেই দেশবিরোধী শক্তির গতিবিধি বাড়তে দেওয়া হচ্ছে। অক্সফোর্ডে মমতা ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, টাটারা কেন পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে গেলেন। দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য থেকে টাটাকে তাড়িয়েই পশ্চিমবাংলার মুখ পুড়িয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোটাই মমতা ব্যানার্জির গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ টাটাদের কারখানা তাড়ানোর ইস্যুতেই তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন।

শিশু পুত্রকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাংসারিক অশান্তির জেরে নিজের চার বছরের শিশু পুত্রকে শ্বাস রোধ করে খুন করার অপরাধে বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করলেন আরামবাগ আদালত। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দোষী ব্যক্তির নাম মন্টু পান।

জানা গেছে,আরামবাগ আদালতের বিচারপতি কিষেণ আগরওয়াল এই রায় দেন। জানা গিয়েছে, ঘটনা গোঘাটের কুমারগঞ্জ এলাকার। ঘটনা ঘটে ২০১৭ সালে ১৭ মার্চ। পরে গোঘাট থানায় ৩০২ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন অভিযুক্ত মন্টু পানের স্ত্রী রাখি পান। এরপর থেকে মামলা চলে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৭ মার্চে আদালত অভিযুক্ত মন্টু পান কে দোষী সাব্যস্ত করে। আর শুক্রবার ২৮ মার্চ রায় ঘোষণা করা হয়।

রাখি পানের পক্ষের আইনজীবী বিকাশ রায় বলেন, ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আর মন্টু পানই দোষী সাব্যস্ত হয়। তবে আসামি পক্ষের আইনজীবী সংগ্রাম সরকার বলেন, যেটা রায় হয়েছে সেটা হল ১৪ বছরের কারাদণ্ড। আমরণ কথাটি উল্লেখ নেই। দশ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। অনাদায়ে আরোও ছয় মাসের কারাদণ্ড। তবে উনি যত দিন সংশোধনাগারে ছিলেন সেই দিনগুলি বাদ দেওয়া হবে বর্তমান সাজা ঘোষণার দিন থেকে। আমরা উচ্চ আদালতে যাব।

মুখ্যমন্ত্রী লন্ডন সফর নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: লন্ডনে দাঁড়িয়ে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এমনই দাবি করে সমালোচনায় সরব হলেন অধীর। বলেন, বিদেশ সফরে যে যান তিনি দেশের প্রতিনিধি হয়ে যান এটা ভাবতে হবে। বিদেশ সফরে গিয়ে বাংলার শিষ্টাচার সকলের মেনে চলা উচিত। বাংলার গরিমা মলিন হলে আমাদের সবার গায়ে লাগবে। কারণ এই বাংলা তৃণমূল, বিজেপি বা সিপিএমের নয়। এই বাংলা আমাদের। তাই বিদেশের মাটিতে বাংলার গরিমা ধরে রাখার দায় আমাদের সবার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রশ্নে মেজাজ হারানো মমতা ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করেই শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।

লন্ডন সফরে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আরজি কর প্রশ্নে মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে তার তীব্র সমালোনা করেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে গেছেন কী উদ্দেশ্যে তিনিই জানেন। সরকারি টাকা খরচা করে সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গিয়েছেন। কে, কোথায় কীভাবে বিনিয়গ করবে ফিরে এসে বিধানসভায় বা পাবলিক স্টেটমেন্ট দিতে হবে এটাই আমাদের দাবি। তবে ভারবর্ষের বাইরে সে দলকে নয়, দেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে। বিদেশের মাটিতে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন। দু'জনেরই কিছু শালীনতা মেনে চলা উচিত। নচেৎ বাংলা ক্রমশ হাসির খোরাক হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রীতির উপহার

সুমন তালুকদার

শাসন: ঈদ উপলক্ষে সকল ধর্মের মানুষ উৎসবে মেতে উঠুক। এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই ঈদ উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল হাই। সম্প্রীতির উপহার তুলে দিলেন এলাকার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষের হাতে। তার এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী সহ এলাকার মানুষ। শুক্রবার পাকদহ এলাকার স্কুল মাঠে হওয়া অনুষ্ঠানে প্রায় চার হাজার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রিক তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক আবদুল হাই।

এতদিন দেখা গেছে পুজোর সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং ঈদের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার রীতি। সেই রীতি ভেঙে দিলেন দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। খুশির ঈদ উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে সম্প্রীতির এক ব্যতিক্রমী নজির গড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সৈনিক। আবদুল হাই জানান, 'আমাদের দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বার্তা দেন। তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাঁর সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে ঈদ উপলক্ষে সকল ধর্মের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

জয়রামবাটীতে গড়াল রেলের চাকা, উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটীতে গড়াল রেলের চাকা। আজ কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির বিশেষ ট্রেন জয়রামবাটীর পবিত্র মাটি ছুঁতেই ট্রেনকে ঘিরে উপচে পড়ল এলাকার হাজার হাজার মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর আবেগ। অন্যদিকে এদিনই কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির ট্রেন যাত্রার প্রসঙ্গ লোকসভায় তুলে দ্রুত ওই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের দাবি জানালেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

রেলপথে প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর তথা রাজ্যের অন্য অংশের সঙ্গে মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটীকে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়

২০০০ সালের গোড়ায়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটী হয়ে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হবে। তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে রেল প্রকল্পটি। ধাপে ধাপে প্রকল্পের কাজ শেষ করে কখনও বিষ্ণুপুর থেকে গোকুলনগর পর্যন্ত আবার কখনও সেই রেলপথ সম্প্রসারিত করে বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু তারপর থেকেই ভাবাদিঘি সমস্যার কারণে শ্লথ হয়ে যায় প্রকল্পের কাজ। অত্যন্ত ধীর গতিতে হলেও চলতি বছরের গোড়াতেই ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। নতুন পথে গোপীনাথপুর ও জয়রামবাটী দু'টি স্টেশন তৈরী করা হয়। তারপরেই রেলের তরফে ঘোষণা করা হয় মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটী পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু করা হবে। আর তারই প্রক্রিয়া হিসাবে শুক্রবার আরও একধাপ এগলো রেল কর্তৃপক্ষ।

এদিন কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির বিশেষ ট্রেন চালানো হয় সম্প্রসারিত ওই রেলপথে। বিশেষ ট্রেন হলেও এই প্রথম মায়ের গাঁয়ে পৌঁছাচ্ছে ট্রেন। স্বাভাবিকভাবেই জয়রামবাটীর মাতৃ মন্দিরের সন্ন্যাসী ভক্ত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আবেগ আর উচ্ছাস ছিল দেখার মতো। এদিন রেলের তরফে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়ের বহু আগে থেকেই ট্রেন দেখতে সাধারণ মানুষেরা ভিড় জমান জয়রামবাটী স্টেশনে। উপচে পড়া সেই ভিড় ঠেলে সাড়ে তিনটা নাগাদ কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির বিশেষ ট্রেন পৌঁছে যায় মায়ের দেশে।

প্রথম দিনের এই ট্রেন যাত্রার সাক্ষী থাকতে স্টেশনে হাজির ছিলেন মাতৃ মন্দিরের ভক্ত সন্ন্যাসীরাও। স্থানীয়দের দাবি, আগামী দিনে ওই রেলপথে নিয়মিত ট্রেন চলাচল শুরু হলে জয়রামবাটীতে দেশ বিদেশের ভক্তদের আনাগোনা যেমন সহজতর হবে তেমনই বদলে যাবে গোটা এলাকার আর্থ সামাজিক পরিবেশ।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ঠাকুরনগরের মেলায় যাওয়ার পথে ট্রেনের গেটে থাকা যুবক হাত ফসকে পড়ে গেল রেললাইনে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। হাবড়ার বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম শৌভিক দাস (১৮)। হাবড়ার একটি ক্যাটারিং সংস্থায় কাজ করার দরুন সে প্রফুল্লনগর এলাকায় থাকতো। বৃহস্পতিবার রাত নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বনগাঁ শিয়ালদা শাখার সংহতি ও মসলন্দপুর এর মাঝামাঝি একটি জায়গায়। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সহযোগিতায় তার বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাবড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বারাসার হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

বেঙ্গালুরুর কাছে ৫০ রানে পর্যুদস্ত চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৭ বছর! হ্যাঁ ঠিক ১৭ বছর পর চেন্নাই সুপার কিংসকে তাদের ঘরের মাঠে হারাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএলের প্রথম বছর ২০০৮ সালে চেন্নাইয়ে জিতেছিল বেঙ্গালুরু। সেটাই ছিল প্রথম বার। এত বছর ধরে সেটাই ছিল শেষ বার। অনিল কুম্বলে, বিরাট কোহলি থেকে ফ্যাফ ডু'প্লেসি, অধিনায়ক বদলে গেলেও ফল বদলায়নি। বার বার চেন্নাই থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে বেঙ্গালুরুকে। সেই ফল বদলালেন রজত পাটীদার। ১৭ বছর পর আবার দক্ষিণী ডার্বি জিতল বেঙ্গালুরু। ব্যাট, বল, ফিল্ডিং, তিন ক্ষেত্রেই দাপট দেখাল তারা। ৫০ রানে চেন্নাইকে হারিয়ে আইপিএলে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেই থাকলেন কোহলিরা। আইপিএলে ঘরের মাঠে এই প্রথম এত বড় রানে হারল চেন্নাই।

পাটীদার অধিনায়ক হওয়ার পর বদলে গিয়েছে বেঙ্গালুরু। তারকা সংস্কৃতি ছেড়ে বার হওয়ার পর বদলে গিয়েছে তারা। এই দলে কোহলি ছাড়া কোনও তারকা নেই। প্রতি বছর বেঙ্গালুরুকে নিয়ে একটাই অভিযোগ থাকত। বড় বড় নাম থাকলেও দল হিসাবে খেলতে পারত না তারা। মাথা ভারী দল বলা হত বেঙ্গালুরুকে। যাদের প্রথম চার ব্যাটার বিধ্বংসী হলেও তার পরে কেউ থাকতেন না খেলা শেষ করার জন্য। বোলিং বরাবর ভোগাত তাদের। এ বার সেই ফাঁক ভরাট করেছে দল। নিলামে যে বেঙ্গালুরু খেটেছে তা প্রথম দু'টি ম্যাচ থেকেই পরিষ্কার। গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পর পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইকেও সহজে হারাল তারা।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চেনা ফর্মুলা। প্রথমে বল করে প্রতিপক্ষকে যত কম রানে সম্ভব আটকে রাখা। পরে শিশিরের মাঝে সেই রান তাড়া করা। কিন্তু শুক্রবার চেন্নাইয়ে শিশির পড়ল না। ফলে চেনা ফর্মুলা কাজে দিল না। উল্টে বেঙ্গালুরুর করা ১৯৬ রানের চাপে ভেঙে পড়ল চেন্নাইয়ের ব্যাটিং।

বেঙ্গালুরুর নতুন ওপেনার ফিল সল্ট আগের ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও দলকে খুব ভাল শুরু দেন। তিনি থাকায় কোহলি কিছুটা সময় পান। সল্ট পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে একের পর এক বড় শট খেলছিলেন। মাত্র ১৫ বলে ৩২ রান করে ফেলেছিলেন। বাধ্য হয়ে আফগানিস্তানের স্পিনার নুর আহমেদকে বলে আনেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ। পঞ্চম ওভারের শেষ বলটি 'রং ওয়ান' করেন নুর। অর্থাৎ, তাঁর বল পিচে পড়ে ডানহাতি ব্যাটারের ভিতরের দিকে ঢোকার বদলে বাইরের দিকে যায়। সল্ট বলটি বুঝতে পারেননি। তিনি ব্যাট চালান। ব্যাটে-বলে হয়নি। বল যায় মহেন্দ্র সিংহ ধোনির কাছে। তার পরেই উইকেটের পিছনে বিদ্যুতের ঝলক।

সল্ট বুঝতেও পারেননি আউট হয়েছেন তিনি। কারণ, ক্রিজ ছেড়ে তিনি বার হননি। তাঁর পা সামান্য উঠেছিল। সেই পা নামানোর আগেই ধোনি উইকেট ভেঙে দেন। লেগ আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন করার সময় ধোনির মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সল্ট আউট। সতীর্থদের তিনি ইশারায় বোঝান, পা ক্রিজ থেকে উঠেছিল। তখনই তিনি উইকেট ভেঙেছেন। তৃতীয় আম্পায়ারও রিপ্লে দেখে জানিয়ে দেন, সল্ট আউট হয়েছেন। পরে জানা যায়, মাত্র ০.০৯ সেকেন্ডে সল্টকে স্টাম্পড আউট করেছেন ধোনি।

তিন নম্বরে নামা দেবদত্ত পাড়িক্কল ১৪ বলে ২৭ রান করে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের শিকার হন। কোহলি ছন্দে ছিলেন না। কয়েকটি বড় শট খেললেও অনেক ডট বল খেলেন তিনি। অবশেষে নুরের বলেই রাচিন রবীন্দ্রের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কোহলি। ৩০ বলে ৩১ রান করেন তিনি। উইকেট পড়লেও বেঙ্গালুরুর রান তোলার গতি কমেনি। তাতে বড় ভূমিকা অধিনায়ক পাটীদারের। অর্ধশতরান করেন তিনি। তবে তার নেপথ্যে চেন্নাইয়ের ফিল্ডারদের ভূমিকা কম নয়। এক বার দীপক হুডা, এক বার রাহুল ত্রিপাঠী ও এক বার খলিল আহমেদ তাঁর ক্যাচ ছাড়েন। সেটা কাজে লাগান পাটীদার। ৩২ বলে ৫১ রান করে আউট হন তিনি।

লিয়াম লিভিংস্টোন রান না পেলেও জিতেশ শর্মা ও টিম ডেভিড গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। বিশেষ করে ডেভিড। শেষ ওভারে স্যাম কারেনকে পর পর তিন বলে তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। ফলে এক সময় যেখানে দেখে মনে হচ্ছিল, ১৮০ রানের মধ্যে বেঙ্গালুরুর ইনিংস শেষ হবে সেই ইনিংস ১৯৬ রান পর্যন্ত যায়। চেন্নাইয়ের হয়ে এই ম্যাচেও সফল নুর। চার ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি।

চেন্নাইয়ের উইকেটে ১৯৭ রান তাড়া করা শক্ত। সেই কাজটা আরও শক্ত করে দিলেন বেঙ্গালুরুর পেসারেরা। জশ হেজলউড, ভুবনেশ্বর কুমার ও যশ দয়ালের সামনে সমস্যায় পড়ল চেন্নাইয়ের ব্যাটিং। টি-টোয়েন্টিতেও অভিজ্ঞতা কতটা দরকার তা দেখালেন হেজলউড, ভুবনেশ্বরেরা। দ্বিতীয় ওভারেই ত্রিপাঠীকে আউট করলেন হেজলউড। পর পর দু'ম্যাচে ব্যর্থ চেন্নাইয়ের নতুন ওপেনার। আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করলেও এই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন অধিনায়ক রুতুরাজ। এক ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে চেন্নাইকে বড় ধাক্কা দেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার।

মিডল অর্ডারে আরও সমস্যায় পড়ল চেন্নাই। দীপক হুডা ও স্যাম কারেন স্কোরবোর্ড সচল রাখতে সমস্যায় পড়লেন। ডট বল খেলায় চাপ বাড়ছিল। ভুবনেশ্বরের বলে ৪ রান করে হুডা ও লিভিংস্টোনের বলে ৮ রান করে আউট হন কারেন। ৫২ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় ধোনিদের।

অপর প্রান্তে উইকেট পড়লেও একদিকে টিকেছিলেন রাচিন। আগের ম্যাচে শেষ পর্যন্ত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই ম্যাচে একা তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। দরকার ছিল সঙ্গীর। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নেমে শিবম দুবে কয়েকটি বড় শট খেললেও রান তোলার গতি খুব বেশি বাড়েনি। পেসারদের পর স্পিনারেরাও ভাল বল করছিলেন। শিশির না পড়ায় বল ধরতে সমস্যা হচ্ছিল না। যত খেলা গড়াচ্ছিল তত চাপ বাড়ছিল চেন্নাইয়ের উপর। ৩০ বলে ৪১ রান করে যশ দয়ালের বলে রাচিন আউট হলে বড় ধাক্কা খায় চেন্নাই। সেই ওভারেই ১৯ রানের মাথায় শিবমকে আউট করেন দয়াল। ৮০ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায় চেন্নাইয়ের।

শেষ ছ'ওভারে জিততে দরকার ছিল ১১০ রান। এই পরিস্থিতি থেকে চেন্নাইকে উদ্ধার করার ক্ষমতা ৪৩ বছরের ধোনির ছিল না। সেই জন্যই হয়তো আট নম্বরে ধোনির বদলে অশ্বিনকে নামায় চেন্নাই। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, হার মেনে নিয়েছে তারা। যতটা সম্ভব রান তোলার চেষ্টা করছিলেন জাডেজারা। যাতে নেট রানরেট কিছুটা ভাল হয়। বেঙ্গালুরু চেষ্টা করছিল, চেন্নাইকে অলআউট করার। বড় শট মারার বদলে দৌড়ে রান নেওয়ার দিকেই নজর ছিল জাডেজা ও অশ্বিনের। সেই চেষ্টাও বেশি ক্ষণ টেকেনি। লিভিংস্টোনের বলে ১১ রান করে আউট হন অশ্বিন।

৪১ বলে ১৩ ছক্কা, ১২৩ রান

হায়দরাবাদের অনিকেতের আসল পরিচয় কী

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনিকেত বর্মা; নামটা লিখে গুগল করুন। ক্যারিয়ারটা দেখে অবাক হবেন। আইপিএল খেলছেন, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটের কোনো রেকর্ড নেই। মানে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে খেলেননি।

২৭ মার্চ আইপিএলে অভিষেকের ম্যাচের আগে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ১টি। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির সেই ম্যাচটিতেও আবার আউট হন প্রথম বলে। রেকর্ড বুকে এত নেই এর প্রাধান্যর পরও কীভাবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলছেন অনিকেত?

অনিকেতের সামর্থ্য নিয়ে এখন প্রশ্ন নেই। প্রশ্নের উত্তর কিছুটা গতকালই তিনি দিয়েছেন। কাল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ১৩ বলে ৫ ছক্কায় ৩৬ রানের ইনিংস খেলেছেন এই ব্যাটসম্যান। সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, ছক্কা মারতেই হায়দরাবাদ তাঁকে দলে নিয়েছে।

এই ছক্কা এর আগে তিনি মেরেছেন কোথায়? উত্তর প্রদেশে জন্ম নেওয়া অনিকেত আলোচনায় আসেন ২০২৪ সালে। হায়দরাবাদ তাঁকে দলে নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স দেখে। গত বছর মধ্যপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে অনিকেত ছিলেন সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ভোপাল লিওপার্ডসের হয়ে ৬ ম্যাচে তিনি ২৭৩ রান করেন।

একটি ইনিংস তো অনেকটাই অবিশ্বাস্য। ১৩ ছক্কায় সেদিন করেন ৪১ বলে ১২৩ রান। আর কী লাগে! আইপিএল নিলামে এরপর তাঁকে ৩০ লাখ দলে নিয়ে নেয় ছক্কার বাড়তি কদর করা হায়দরাবাদ। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়েও তিনি নজর কেড়েছিলেন; কর্নাটকের বিপক্ষে ৭৫ বলে ১০১ রান করেছিলেন, যেখানে মারেন ৮টি ছক্কা।

অনিকেতের ক্রিকেটের সফরটা এতটা সহজ নয়। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি মাকে হারান, বড় হন চাচা অমিত বর্মার কাছে। ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটা সময়ে ভোপালে থাকার জায়গাটাও নাকি ছিল না এই ক্রিকেটারের। সেখান থেকে খুব দ্রুত ভাগ্যবদল হয়েছে হায়দরাবাদের হাত ধরে।

বাকিটা এখন নির্ভর করছে তাঁর পারফরম্যান্সের ওপর। ছক্কাবিশেষজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান মিডিয়াম পেসও করতে পারেন। সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখছে হায়দরাবাদ!

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৫৭, তারিখঃ ২৭.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫–২১–৩৩৭৩, কাজের নামঃ (১)** সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে ব্যান্ডেল গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **(২)** শ্রীরামপুর–সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে শ্রীরামপুর গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **(৩)** সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে ভদ্রেশ্বর ঘাট গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **(৪)** সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে তারকেশ্বর গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **(৫)** সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে মগরা গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **(৬)** সিনিয়র ডিইএন(১)/হাওড়ার অধীনে বালি গুডস্ শেডের আপগ্রেডেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২৭,৭৭,১৮৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৩,১৩,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-705/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার গ্রীন লাইনে সল্টলেক সেক্টর-V থেকে সিপিডি ইয়ার্ড সমেত হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ট্র্যাক ও ট্র্যাক বেড-এর রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪৩,০২,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২১,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** চোদ্দো (১৪) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পরিমার্জন/সংশোধন, যদি কিছু থাকে তবে সেটি কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিভিল-২৫১৯-২০২৫ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

Memo No. 234/MKT/2024-25 তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৫

ই.ও.আই. এর জন্য সংক্ষিপ্ত নোটিশ

অ্যাসি. ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট) এইচএমসি, কমিশনার, হাওড়া পৌর নিগমের পক্ষে প্রেমিসেস হাওড়া হাট কমপ্লেক্স, ২৯, নিত্যধন মুখার্জি রোড, হাওড়া-৭১১১০১, ওয়ার্ড নং ২৯ স্থিত হাওড়া ফ্লাওয়ার মার্কেট (বিতান) এর ক্যান্টিন পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এইচএমসি এর এএলএফ/সিএলএফ/এসএইচজি-ডে এনইউএলএম বিভাগ নিবন্ধিত - নির্ধারিত বয়ানে সিলকরা আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করছেন। উল্লিখিত শর্তাদি পূরণক্ষম আগ্রহী সংস্থাগুলি এইচএমসি এর সরকারি ওয়েবসাইট www.myhmc.in দেখতে পারেন বা অ্যাসি. ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট) এর সঙ্গে এইচএমসি সেন্ট্রাল অফিসে যেকোনও কাজের দিন বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। ই.ও.আই. যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে গ্রহণের শেষ তারিখ ১১.০৪.২০২৫ বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

২১৪(১)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২৮.৩.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/WS/15/24-25 ই-টেন্ডার তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর নিগম-হ্যান্ড টিউবওয়েল সংস্থাপন, পাইপ লাইন সংস্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ পরিবর্তন কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ওএসডি (ডবুএস) বিভাগীয় অফিসের ওয়েবসাই www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ ২৫.০৪.২০২৫ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

২১২(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২৮.৩.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/595/24-25 Dated 28.03.2025	The Construction of Proposed C.C. Road from Monimohon Mondal 's House to Jayanta Dhar's House at Purbapara, Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,31,058.00
WBMAD/ULB/RSM/596/24-25 Dated 28.03.2025	The Construction of Proposed C.C. Road, Surface Drain ,Slab Over Surface Drain from Gouranga Das House to Sushanta Mondal House at Lake Garden, Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,45,174.00

Bid Submission end date: 07.04.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 382 to 395/2024-2025, Dated- 28-03-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Purulia, Burdwan, Purba Medinipur, Jalpaiguri and Nadia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders. gov.in Bid submission start date- **29-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **17-04-2025 upto 3.00 pm**

Date: 28.03.2025 Sd/- Executive Engineer

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

কুণাল কামরাকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট

মুম্বই, ২৮ মার্চ: বিতর্কিত স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরাকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে সাময়িক সুরক্ষা দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে কটাক্ষ করার অভিযোগে মুম্বাইয়ের খার থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। শুক্রবার বিচারপতি সুন্দর মোহন অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন এবং মুম্বই পুলিশের কাছে আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে জবাব চেয়ে নোটিস জারি করেন।কমেডিয়ান কামরা তাঁর সাম্প্রতিক শো 'নয়া ভারত'-এ একনাথ শিন্ডেকে অবমাননা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। ২৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে এক বিধায়ক পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেন। এর আগে, রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ

অভিযোগ তুলে শো-এর ভেন্যুতে ভাঙচুর চালায়।আবেদনের শুনানিতে কামরার আইনজীবীরা জানান, তাঁর ক্লিপিংস বা কৌতুকের কোনো অংশে শিন্ডের নাম নেই। তা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক চাপের মুখে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আরও অভিযোগ, কুণাল কামরার পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে শারীরিক নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন।মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে এবং তাঁকে ভিল্লুপুরম জেলার বনুর আদালতে দুটি ব্যক্তিগত বন্ড দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছেন, কামরা যেন তার নিয়মিত জামিনের জন্য বম্বে হাইকোর্টে আবেদন করেন। এখনও পর্যন্ত, মহারাষ্ট্র সরকার এই মামলায় আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে এই মামলা ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

Notice Inviting e-Tender

NIT No.: JOY2/16 of 2024-25, Date: 26.03.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 8 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_831741_1 to 2025_ZPHD_831741_8** and Last Date of Bid Submission is **08.04.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

NIT No.: JOY2/15 of 2024-25, Date: 24.03.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 4 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_831733_1 and 2025_ZPHD_831733_4 to 2025_ZPHD_831733_6** and Last Date of Bid Submission is **08.04.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ এমসি–৪–ডব্লুজিএনআরপিআর–এসডিএনজি–ওয়াইডি–পিকেআর–আর, তারিখঃ ২৬.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউজকিপিং ম্যানেজার এবং ফ্রেইট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং.ঃ এমসি–৪–ডব্লুজিএনআরপিআর–এসডিএনজি–ওয়াইডি–পিকেআর–আর** সাপেক্ষে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ২ বছরের জন্য লোডিং সাইডিং এবং পাকুড় সি অ্যান্ড ডব্লু ডিপোতে আনলোডেবল ওয়াগনের অন ট্রেন বডি মেরামতি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬,৫৬,১৫,০২৯.৮৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৭৮,১০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৫৫ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৩.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **অনলাইনে টেন্ডার জমা করার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in**

HWH-700/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2025_ZPHD_831535_1	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831535_2	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831558_1	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831558_2	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831571_1	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831571_2	08-Apr-2025 10:00 AM
2025_ZPHD_831571_3	08-Apr-2025 10:00 AM

For details visit website https//wbtenders.gov.in
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

মুসলিম বন্ধুদের রমজান মুবারক জানিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ: পবিত্র রমজান মাসে হোয়াইট হাউসে ইফতারের আয়োজন করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বছরে নির্বাচনে তাঁকে বিপুল ভোটে জেতানোর জন্য মুসলিম ভোটারদের ধন্যবাদও জানান তিনি। পাশাপাশি নৈশভোজে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আব্রাহাম অ্যাকর্ডেরও উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্পের এই ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন নেতা, কূটনীতিক ও সরকারি আধিকারিক।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইফতার ডিনারের আয়োজন করেন ট্রাম্প। সকলকে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন,শুভ সন্ধ্যা। এই ইফতার ডিনারে আপনাদের স্বাগতম। এখন ইসলামের পবিত্র রমজান মাসে। তাই আমার মুসলিম বন্ধুদের রমজান মুবারক। রমজান হল আধ্যাত্মিক প্রতিফলন এবং আত্মসংযমের একটি সময়। পবিত্র এই মাসে প্রতিদিন মুসলিমরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করেন, প্রার্থনা করে।

তারপর সারা বিশ্বের মুসলিমরা প্রতি রাতে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ইফতারে যোগ দেন। সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উপবাস ভাঙেন। এখন আমরা সকলেই সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করছি।

নির্বাচনের জয়লাভের কথা ট্রাম্প করে তিনি বলেন, আমি লক্ষ লক্ষ মুসলিম আমেরিকানদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। যাঁরা ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যায় ভোট দিয়ে আমাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এটা অবিশ্বাস্য ছিল। গত নভেম্বরে মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের পাশে ছিল। এবার আমি যতদিন রাষ্ট্রপতি থাকব, তখন আমি আপনাদের পাশে থাকব। নৈশভোজে বক্তৃতার সময় মধ্যপ্রাচ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি। আমার প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কূটনৈতিক আলোচনা চালাচ্ছে। সেটাও ঐতিহাসিক আব্রাহাম অ্যাকর্ডের উপর ভিত্তি করে। যা নিয়ে সকলেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। আমরা চাই শান্তি ফিরুক। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে আমেরিকার মসনদে থাকাকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে আব্রাহাম অ্যাকর্ড সই করে ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। কয়েক দশকের বিবাদ মিটিয়ে ইজরায়েলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় আরব দেশটি। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ব্যাংক দখলের দাবি থেকে সরে আসে ইজরায়েল। এই চুক্তির ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি থেমে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছিল, এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে চাপে পড়বে ইরান। তাই আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে পারবে না তারা। কিন্তু ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য। গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালাচ্ছে ইজরায়েল। এই সংঘাত মিটিয়ে শান্তির পথ খুঁজতে আমেরিকায়।

NABADWIP MUNICIPALITY

SHORT EOI NOTICE

e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
EOI No: WBMED/ULB/NM/EOI-04/REV/NM/2024
Dated-26.03.2025
Last Date of receiving EOI On 16.04.2025.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given **http://nabadwip-municipality.in**

Sd/- **Chairman,**
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কনস্ট্রাকশন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা অফিসের জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ (আরএফপি)–এর জন্য চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ০৯ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪–২৫ ই–টেন্ডারিং (ওপেন টেন্ডার) (টু প্যাকেট সিস্টেম)–তে সংশোধনী নং. ১। **উপরোক্ত কাজ সম্পর্কিত উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে থেকে পরিবর্তন করে ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে করা হয়েছে।** উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। CON-97/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. রিহ্যাব–আর২–২৫–২৬, তারিখ ২৪.০৩.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন–৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** ০১ (এক) বছর সময়সীমার মধ্যে ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়ায় পিবি নং.–৭৫২/২০২৪–২৫ অনুযায়ী স্যাংশন বাল্ক আরএসপি কাজ সাপেক্ষে ১০৬টি কোচের জন্য মেজর অ্যাটেনশন চলাকালীন সাইকেল ডাউনটাইম হ্রাস করতে কোচের রিহ্যাবিলিটেশন/ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮,৯২,৩৫,৭৬১.৮৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৫,৯৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি)ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০১ বছর। **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ** ২৪.০৩.২০২৫ থেকে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ই–প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**–তে টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **প্রস্তাব জমা করার সময়সীমাঃ** ১৫.০৪.২০২৫ তারিখের ১৫ দিন আগে থেকে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতাঃ** ৬৬ দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে বা তার পরে টেন্ডার খোলা হবে। MISC-403/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে। **ই–টেন্ডার নংঃ ৩৮৫_২০২৪–২৫, কাজের বিবরণঃ** (১) এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে বিএমজি–তে ১৪০ বিডি ক্রেন কভারের জন্য রুফ শেড সম্প্রসারণের ব্যবস্থা (২) ইএলএস/হাওড়ায় শেড ফ্লোরের অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ লিকেজ রুফ শীট, ভ্যালি গাটার এবং রেন ওয়াটার পাইপ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা (৩) হাওড়া ওল্ড স্টেশন কমপ্লেক্স এবং হাওড়া নিউ স্টেশন কমপ্লেক্সে অফিসার্স রেস্ট হাউজের (ওআরএইচ) জন্য ২টি প্যাসেঞ্জার লিফট্ প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯৫,৩৯,৮৩৭.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৯০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান–ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)–তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-702/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ২৯ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

ভগিনী নিবেদিতার মতো আর কোনও বিদেশি এ দেশকে এত ভালোবাসেনি

স্বপনকুমার মণ্ডল

স্বামী বিবেকানন্দের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নিবেদিতা যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁর বয়স আঠাশ বছর । আর স্বামীজির মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর । সেদিক থেকে বয়সের বিশেষত্বেই নিবেদিতা তখনও মুক্ত বিহঙ্গ । বন্ধনহীন পরিসরে অনায়াসেই নিবেদিতা দেশে ফিরে যেতে পারতেন । তাছাড়া তাঁর সমকালীন পরিসরে যে-কয়েকজন স্বামীজির অনুরাগী ও অনুরাগিনী এদেশে এসেছিলেন, তাঁরাও একে একে দেশে ফিরে যান । কেউই তাঁর মতো স্থায়ী হননি । বিশেষ করে অকালে স্বামীহারা অগাধ বিত্তের অধিকারিণী সারা চ্যাপম্যান বুল তথা 'ধীরা মাতা', মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড তথা 'জয়া' প্রমুখের দেশে ফেরার বিষয়টি নিবেদিতার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো অত্যন্ত স্বাভাবিক । বিদেশ বিভুঁইয়ে এভাবে সঙ্গিনীর অভাববোধ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । অন্যদিকে স্বামীজির অকাল প্রয়াণে সেই নিঃসঙ্গতা আপনাতেই প্রকট মনে হয় । সেই নীড় ভাঙা পরিসরে তিনি ইচ্ছা করলেই দেশে ফিরে অন্যভাবেও সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় নিষ্ঠা ও সততার মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠাও ছিল সহজসাধ্য । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' নিবন্ধে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেকথা, 'তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল' । তিনি তাতে আরও জানিয়েছেন, 'এ কথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন ।' সে তো গেল তাঁর প্রতিভার আনুকূল্য । অন্যদিকে এদেশে তাঁর প্রতিকূলতাও স্বামীজির অবর্তমানে অনুকূল হয়ে উঠবে, তা সহজেই অনুমেয়। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যাঁকে পরমাত্মীয়বোধে আপনার করে নিয়েছিলেন, সেই স্বামীজিও তাঁকে আকস্মিকভাবে ছেড়ে চলে যান । অন্যদিকে মঠ ও মিশনের সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব বেড়ে চলে । সেই রিক্ত পরিসরে নিবেদিতার স্বদেশে ফেরার অবকাশ অপ্রত্যাশিত মনে হবে না । অথচ তারপরেও তাঁর অবিচল প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর প্রাণশক্তি কত সবুজ, কত সজীব । কিছুতেই তাঁকে স্বদেশব্রত থেকে বিরত করা যায়নি । সেকথা রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেনঃ 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর-কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই । সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনোপ্রকার বাধাই ছিল না । তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রায় সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই ।' প্রসঙ্গত স্মরণীয়, স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতা বছরদুয়েক (১৯০৭-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯০৯-এর ১৬ জুলাই) এদেশ ছেড়ে পাশ্চাত্যে ছিলেন । দীর্ঘ পাঁচ বছর পর মা-ভাইবোনের সঙ্গে মিলন হয়েছিল তাঁর । সেদিক থেকে তাঁর ঘরে ফেরার পরিসর আপনাতেই তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠতে পারত । অথচ তা হয়নি। কেননা তাঁর নিজস্ব ঘরটি ১৭নং বোসপাড়া লেনেই অবস্থিত । এজন্য ক্ষণিকের অতিথি হিসাবে তাঁর স্বদেশের কিছু উপহার তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন । সেগুলির মধ্যে ছিল মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানা রকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপালের পট আর বোতলে গঙ্গাজল প্রভৃতি । স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বোসপাড়া লেনের ঘরে ফেরাটা ছিল সময়ের অপেক্ষা । ফলে পারিবারিক মায়ামমতাও যে তাঁকে আটকাতে পারেনি, তা সহজেই অনুমেয় । সেই সহজতার মধ্যেই তাঁর নীরবে দুরূহ সাধনা যেখানে স্বেচ্ছায় স্বকীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করে সর্বজনীনে আপনাকে বিলীন করার গৌরববোধ আজীবন সক্রিয় থেকেছে । বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যে গিয়েও তিনি এদেশের স্বার্থে নিজেকে কর্মমুখর রেখেছিলেন । তাঁর জীবনাদর্শই নবজন্মভূমি পরাধীন ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই সেদিক থেকে সাধনার লক্ষ্যে সহজতার আভিজাত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে নিবেদিতার এদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কি শুধুমাত্র স্বামীজির অপূর্ণ কাজের দায়িত্বপালনেই সীমাবদ্ধ, নাকি নিজেকে খুঁজে ফেরার বাতিকই তাঁকে সক্রিয় রেখেছিল, তা নিয়ে ভেবে দেখার অবকাশ আপনাতেই প্রকাশমুখর । তাঁর সেই মহৎ আত্মত্যাগ ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে, অথচ তাঁকে ব্রতচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় করেনি । বরং এদেশের মধ্যে নিবেদিতার স্বদেশচেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর স্বপ্নরঙিন হয়ে উঠেছে । জীবনদীপ নিভে যাওয়ার মুহূর্তেও তাঁর সুগভীর আত্মপ্রত্যয় বর্ণরঙিন মনে হয় । ১৯১১-এর ১৩ অক্টোবর দার্জিলিং-এ জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'The Boat is sinking. I shall see the Sunrise.'

নিবেদিতার আত্মনিবেদিত প্রকৃতির সঙ্গে অন্যকোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে না । সেক্ষেত্রে যে-সব দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে উঠে আসে, সেগুলোও যথেষ্ট মনে হয় না । বিশেষ করে বাস্তবের সঙ্গে না হলেও সাহিত্যের পরিসরে মহৎ জীবনাদর্শের পরিচয় বর্তমান । সেখানে অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য হ্যাপী প্রিন্স' (১৮৮৮)-এর ছোট সোয়ালো পাখির ভূমিকা স্মরণে আসতে পারে । মৃত্যুর পর মূর্তিতে সুশোভিত রাজপুত্র রাজ্যের প্রজাদের করুণ অবস্থার নিরসনে তাঁর শরীরে যা-কিছু বহুমূল্য রত্নাদি ছিল, সবই একে একে ছোট সোয়ালোকে অনুরোধক্রমে তার মাধ্যমে প্রদান করেন। এদিকে শীত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মিশরে যাওয়ার দিন ফুরিয়ে যায় । অন্যদিকে রাজপুত্রের আত্মত্যাগে রত্নাদির সঙ্গে তাঁর চোখের মণিও নিঃশেষ হয়ে পড়ায় অন্ধত্ব নেমে আসে । শেষে মিশর যাওয়ার চেয়ে সর্বস্ব ত্যাগী রাজপুত্রের সঙ্গী হয়ে থাকাই সোয়ালো কাছে শ্রেয় মনে হওয়ায় সেখানেই তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে স্বামীজির ব্রত উদযাপনের সঙ্গে নিবেদিতার আত্মত্যাগে ছোট সোয়ালোর ভূমিকাটি স্মরণীয় হয়ে উঠলেও তা প্রথমেই বাতিল হয়ে পড়ে । কেননা ছোট সোয়ালো শুধুমাত্র সুখী রাজপুত্রের সঙ্গী হয়ে থাকতে চেয়েছিল, তার বেশি নয় । সেখানে নিবেদিতার জীবনসংগ্রাম কল্পনাতীত । অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'(১৮৮২) উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় ঔপন্যাসিক আত্মত্যাগের চেয়েও মহত্ত্বর মহার্ঘের পরিচয় তুলেধরেছেন । নির্জন গভীর অরণ্যানীর নিশীথে নীরবতার মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'তআমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?দ' অবশেষে ঔপন্যাসিকের ভাষায় ' এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল । তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি ?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব ।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে ।'

'আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি ।'

সেই 'ভক্তি' দিয়েও নিবেদিতার আত্মোৎসর্গকে মেলানো যায় না । স্বামীজির নিবেদিতায় তাঁর জীবন ভক্তির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়েছে । সেক্ষেত্রে 'ভক্তি'র পরিসর ছেড়ে তাঁর জীবনাদর্শ সুদূর প্রসারিত। ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে কীভাবে আত্মনিবেদনে সক্রিয় হয়ে স্বকীয় সত্তাকে সর্বজনীনে একাত্ম করে তোলা যায়, তার বিরলপ্রায় দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন নিবেদিতা । সেখানে বহুমুখী প্রতিভাশালিনী হয়েও তাঁর শিক্ষিকার আত্মপরিচয়কে বহন করে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করে শুধু তার পরিসরকে সম্প্রসারিতই করেননি, গড়ে তুলেছেন জাতীয় শিক্ষার মহান আদর্শকে । স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে শিক্ষিকার পরিচয়ে তাঁর স্বতন্ত্র আভিজাত্য বর্তমান । সেখানে য়োহান হাইনরিখ পেস্তালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) ও ফ্রিডরিখ ভিলহেলম ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২)-এর শিক্ষা আন্দোলনের শরিক হয়ে নিবেদিতা যেভাবে জীবনের মূলে শিক্ষার ভূমিকাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি আজীবন সক্রিয় ছিলেন । স্বামীজি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যার শিক্ষিকাসত্তাকে এদেশ গঠনে সবচেয়ে ব্রাত্য পরিসরে তথা নারীশিক্ষার কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে নিবেদিতার জীবনবোধের শিক্ষাভাবনা কতটা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে জাতিগত নৈপুণ্যে ঐতিহ্যমুখর, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম সাক্ষাতেই উপলব্ধি করেছিলেন । সেদিক থেকে স্বামীজির জীবনাদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিবেদিতা যে তাঁর শিক্ষিকাসত্তাকে এদেশের জাতীয়তাবোধের জাগরণে সক্রিয় করে তুলেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয় । আর তা করতে গিয়ে তাঁর দেশভক্তি শুধু বিস্ময়কর মনে হয় না, সেইসঙ্গে তাঁর দেশঅন্তপ্রাণ প্রকৃতিও তুলনারহিত।

নিবেদিতা স্বামীজির নিবেদিতায় আত্মোৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি, এদেশের জাতীয়তাবোধে আত্মসমাহিত করতেও দ্বিধা করেননি । এজন্য শুধু হিন্দুত্বের আদর্শকে আপন করে নেননি, তার সংস্কারচেতনার আলোকে এদেশকে স্বদেশ করে তুলেছেন । ক্রমশ তিনি এদেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, আপনার খোলস ত্যাগ করেছেন । জ্যোতিষে বিশ্বাস থেকে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করা সবেতেই তাঁর সমান আগ্রহ তৈরি হয়েছিল । শুধু তাই নয়, এদেশের দীন-হীন নারীদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যেও নিবেদিতা মহত্ব খুঁজে পেয়েছেন । সেখানে অগাস্ত কোঁতের অতীতকে অবলম্বন করে বর্তমানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে উপনীত হওয়ার ('By the past–through the present– to the future') ভাবাদর্শকে পাথেয় করেছিলেন নিবেদিতা । এজন্য স্বীকারের ঔদার্যে তাঁর পথে নেতির আবাহন না থাকায় ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্ববোধে তাড়িত না হয়ে এদেশে তাঁর স্বদেশভাবনার সংকট অচিরেই কেটে যায় । সেদিক থেকে দেশের ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে নয়, বরং আত্মগরিমার সঙ্গে স্বীকার করেই তাঁর দেশগঠনের ব্রত যেভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, তাতে শুধু তাঁর গুরুভক্তির পরিচয় উঠে আসে না । বরং সেই ভক্তির স্তর অতিক্রম করে দেশের বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থে আত্মসমর্পণে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আদর্শ অতুলনীয় পরিসর বয়ে এনেছে । স্বামীজির লাগামহীন জীবনাদর্শে নিবেদিতা আপনাতেই যেভাবে ধরা দিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সেই মুক্ত পরিসরই তাঁকে আবার দায়বোধে আবদ্ধ করেছিল । অন্যদিকে তাঁর শিক্ষাশোভন মনের মধ্যে গোঁড়ামির অবকাশ না থাকায় তিনি অনায়াসেই সবকিছুকে সহজসুন্দর করে নিতে পেরেছেন । সেক্ষেত্রে স্বকীয় সত্তায় আস্থাশীল থাকায় যে-কোনোরকম প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাঁর সহযোগী হয়ে উঠেছে, তেমনই সত্যনিষ্ঠায় তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মননের সক্রিয়তাও তাঁকে প্রাণিত করেছে । সেখানে এদেশের স্বার্থই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে । স্বামীজির কথাও তাঁর কাছে সবসময় বেদবাক্য হয়ে থাকেনি । ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে নিবেদিতাকে বিরূপ ধারণা দিয়েছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ । মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে সেকথা স্মরণ করেছেন নিবেদিতা । তাতে ঠাকুরবাড়ির বিরূপতায় আদিরস প্রবাহের দায় নিবিড় হয়ে উঠেছে 'Remember that family has poured a flood of erotic venom over Bengal.' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় যে আদিরসের পরিচয়ে স্বামীজি তাঁর শিষ্যাকে মেলামেশায় বিরত করতে চেয়েছিলেন, তা যে ফলপ্রসূ হয়নি, সময় তার পরিচয়বাহী । শুধু তাই নয়, নিবেদিতাই ঠাকুরবাড়ির যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন । আবার স্বামীজির নির্দেশে ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি । অন্যদিকে তাঁর ব্রাহ্মবিরোধী মানসিকতাও দেশের স্বার্থে উবে গিয়েছিল ।

আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের সময় নিবেদিতার ব্রাহ্মবিরোধিতার সূত্রক্রমে বরেণ্য দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের তিক্ত অভিজ্ঞতাই সময়ান্তরে সুমিষ্ট হয়ে উঠেছে । বিপিনচন্দ্রের ভারতের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে প্রশংসাজ্ঞাপক বক্তৃতা শুনেই বিমুগ্ধ নিবেদিতাই বক্তাকে আপন করে নিয়েছিলেন । দেশের প্রতি তাঁর এই প্রগাঢ় ভালোবাসাই তাঁর কাছে স্বধর্ম হয়ে উঠেছিল। সেই ভালোবাসার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তাঁর স্বধর্মকে আজীবন শিকড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন । সেই শিকড় উপড়ে তাঁর প্রাণের সজীবতা বিনষ্ট না করাই তো দস্তুর । বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই অস্বাস্থ্যকর পুরনো বাড়িতে বারবার অসুস্থ হওয়া সত্বেও তা ছেড়ে দিতে যার তীব্র অনীহা (জীবনের পড়ন্তবেলাতেও তাঁর শিকড়ের টান, 'এই গলি আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, একে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না ।'), সেখানে স্বধর্ম ত্যাগ করে স্বদেশচ্যুত হওয়া তাঁর পক্ষে যে সম্ভব ছিল না, তা সহজেই অনুমেয় । কেননা জীবনের সবকিছু দিয়েই নিবেদিতা তাঁর স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । সেখানে স্বদেশমাতার পূজার নৈবেদ্যই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা । অথচ তাঁর সেই আত্মনিবেদন স্বামী বিবেকানন্দে সীমায়িত হয়ে থেকেছে, আত্মসমর্পণ প্রচলিত ধর্ম ও রাজনীতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে । সেখানে হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসিনীর পরিচয়ে তাঁর অস্তিত্ব যেমন আত্মগোপন করেছে, তেমনই রাজনৈতিক পরিসরে বিতর্কের আধারে তাঁকে আঁধার করে রাখা হয়েছে । অথচ দল বা সংগঠন অথবা সঙ্ঘ করে অনায়াসেই নিবেদিতা নিজের নামাবলিটি অন্তত সুরক্ষিত করে যেতে পারতেন । যিনি নিজের নামকেই নিবেদিতায় সামিল করেছেন এবং সে-নামে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট ছিলেন, তাঁর পক্ষে আত্মসমর্পণে আত্মবিলোপ অনিবার্য ছিল । এজন্যই তিনি নিবেদিতা থেকে সমর্পিতা হতে পেরেছিলেন । রবীন্দ্রনাথও সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই । এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই ।' সেই অমূল্য 'জীবন'কে উপলব্ধি করার মতো নির্দলীয় পরিসর আপনাতেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে । অন্যদিকে নিবেদিতার নীরব সাধনার পরিচয়ে রয়েছে নিরাসক্ত প্রকৃতি । সে-সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' বইয়ে সশ্রদ্ধায় জানিয়েছেন 'এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপর-ভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না । তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম--তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম ।' সে-সবদিক থেকেই স্বেচ্ছায় উপেক্ষিতা নিবেদিতার আত্মসমর্পিতার বিরল প্রকৃতির পরিচয় আপনাতেই অন্তরালে সংগোপনে আপন আভিজাত্য বজায় রেখে চলে । তার পরিচয় প্রচারে নয়, প্রকাশে । সেই প্রকাশেও বহুমুখী প্রতিভাশালিনী নিবেদিতার অনুপম প্রকৃতিই বলে দেয় তিনি শুধু অনির্বচনীয়ই নন, অতুলনীয়াও ।

প্রবন্ধে অনুল্লেখিত তথ্যঋণ

১। ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
২। ভারত-উপাসিকা নিবেদিতা, রচনা ও সংকলন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা (প্রবন্ধ), নিতাই বসু, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ১৪১৪
৪। বইয়ের দেশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

জীবন যুদ্ধে লড়াকু আমতার স্মিতা রং দাস

দীপংকর মান্না

এক সংগ্রামী নারী। লড়াকু নারী।নানা দুঃখ কষ্টে ভরা জটিল জীবন।ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে বিরল মায়োসাইটিস অসুখে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে । সাফল্যের স্বপ্ন দেখায় একমাত্র মেয়ে দেবাশ্রিতাকে। কাঁটায় ভরা নারী দিবসে , চোখের জল মুছে মুছে অকপটে বলতে থাকেন সংসার জীবনের করুণ বেঁচে থাকার কথা। মানুষ রূপী শয়তান স্বামীর কুৎসিত আচরণের কথা।

ছোট থেকেই এই নারীর পড়াশোনা আর গান ছাড়া অন্য কোনো জগৎ ছিল না। সময় পেলে খেলাধুলা আর সহপাঠীদের সাথে কুইজ কুইজ খেলা। পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকা। তাই লেখাপড়ার গড়গড় করে পেয়েছেন সাফল্য। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে স্নাতক। থেমে থাকেনি, সহজ ভাবেই সাফল্য পান স্নাতকোত্তরে।অর্জন করেন বিএড ডিগ্রি। সংগীত সাধনায় ছিনিয়ে নেন রবীন্দ্র সঙ্গীতে 'সঙ্গীত বিভাকর' ও 'সঙ্গীত রত্ন' পুরস্কার । এই সহজ সরল সাফল্যময়ী নারী হলেন হাওড়া আমতার স্মিতা রং দাস।

আর পাঁচজন নারীর মতো সুখী সংসারের স্বপ্নে বিবাহ হয় স্মিতার। বিবাহে ঘাটতি কিছু রাখেননি পিতা মাতা। ডাক্তার জামাই,তাই বেশি বেশি করে আদর যত্ন। এমন মানুষ রূপী শয়তান স্বামীকে ফুলশয্যার রাত থেকেই চিনে ফেলেন স্মিতা। হাসিখুশি মেয়েটি ভয়ে কাঁটা , বাক হারা। কেবলই প্রহর গোনা। স্মিতার ওপর চলতে থাকে নানা ভাবে মানসিক নির্যাতন।থেমে থাকেননি শয়তান! এবার অশ্রাব্য গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন।এরই মাঝে স্মিতার কোলে আসে এক কন্যা সন্তান। বেড়ে যায় আরও নির্যাতন। সন্তানের মুখ চেয়ে সহ্য করতে হয় সবকিছুই। বুক ভরা ব্যাথার কথা পিতা মাতাকে বারবার জানায় স্মিতা। সমাজের কাছে মাথা নিচু হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত পিতা কেবলই বলতে থাকেন 'মেনে নিতে, মানিয়ে নিতে'।

এই ভাবে মানিয়ে নিতে নিতে স্মিতার জীবনে নেমে আসে এক ভয়ঙ্কর দিন।তার শয়তান স্বামী তাকে ও তার কন্যাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন।আর নয়, মাত্র আট বছরের কন্যাকে বুকে চেপে স্বামীর সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে স্মিতা ।রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে উলুবেড়িয়া থেকে আমতায় বাপের বাড়ি। মেয়ে ও নাতনীকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে পাশে দাঁড়ায় তার পরিবার।

এবার শুরু স্মিতার নতুন জীবনের যুদ্ধ। নতুন ভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও লড়াই। তিল তিল তৈরি করে কন্যা দেবাশ্রিতাকে। তাকে লেখাপড়া শেখায়। নাচ শেখায়। শেখায় মানুষ হওয়ার ব্রত। এই অধ্যবসায় মাঝেই স্মিতা পেয়ে যায় মুক্তিরচক বিদ্যাসাগর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে সহ সম্প্রসারিকার চাকরি। বেতন মাত্র আট হাজার টাকা। স্মিতার এই কষ্ট ভরা জীবনে হাসি ফোটায় কন্যা নৃত্যশিল্পী দেবাশ্রিতা দাস। ২০২৩ সালে 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে' নাম তুলে সাড়া ফেলেন দেবাশ্রিতা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের ১৪টি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশংসা অর্জনের দেবাশ্রিতাকে এই সম্মান প্রদান করেন 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস' কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে স্মিতার বেতন কিছু টাকা বাড়লেও, অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে যায় বিরল মায়োসাইটিস অসুখের চিকিৎসায়। লড়াকু স্মিতা রং দাসের কথায়- 'সংগ্রাম ও লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই জীবন। স্বামী সুখ না পেলেও কন্যা দেবাশ্রিতাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় আগামী জীবন'। নারী দিবসে সব নারীর শপথ হোক, 'লড়াকু মানসিকতা'। কুর্ণিশ স্মিতা রং দাস। আগিয়ে চলুন।